শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গচন্দ্রৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরশ্রীচরণাশ্রিত
বৈষ্ণবদাসানুদাস
দীন-হীন কাঙ্গাল
পঞ্চানন

মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী,
সন ১৩৫৩ সাল।

ভিক্ষা—মাত্র ৩৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীভুবন মোহন সরকার,
সরকার বাড়ী, লোহাগড়া,
যশোহর।

—প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীকালীপদ রায়,
রায়বাড়ী, লোহাগড়া, (যশোহর)।

২। কাঙ্গাল পঞ্চানন,
রেলি ব্রাদার্স লিমিটেড,
১৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন :—
১। শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ভবানী প্রিন্টিং হইতে
শ্রীঅক্ষয় কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ নমো ভগবতে জগন্নাথদেবায়।

গ্রন্থ-সূচী।

চিত্র-সূচী।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গচন্দ্রৌ বিজয়েতাম্।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল সতীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত-
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল বাবা রাধাচরণ দাস ব্রহ্মচারী-
মহারাজদ্বয়ের উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ পত্র।

পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব!

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাতকী; তাই বাল্যাবধি আঁখিনীরে ভাস্‌ছি। যাহারই উপকার করিনা কেন সেই আমার ব'ক্ষে শাণিত ছুরিকাঘাত করে। হে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদেবকারুণ্যঘন-বিগ্রহ! ধন্য তোমার দয়া! তোমার অহৈতুকীকৃপা আমায় পুনরুজ্জীবিত ক'রেছে। তুমি আমার ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে বহু কৃচ্ছ্র সাধনার ফল দান ক'রে আমাকে নবজীবনদানে কৃতার্থ ক'রেছ ও আমার জীবনপথ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত ক'রেছ! তোমার ঋণ অপরিশোধণীয়! তুমিই আমা হেন নরাধমে কৃপাপ্রকাশে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক এই '**নিতাইসুন্দর**' শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন ক'রবার ক্ষমতা প্রদান ক'রেছ। তোমারই শক্তিতে রচিত শ্রীগ্রন্থ তোমাকে উৎসর্গ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে ক'র্‌ছি। শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত সেবক দীন-হীন কাঙ্গাল
পঞ্চানন।

রায়বাড়ী, লোহাগড়া, (যশোহর)।
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬১,
মাঘীশুক্লা ত্রয়োদশী।

মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বপ্রথম বন্দি আমি চরণ মাতার।
মোর সর্ব্বঅঙ্গে বহে রুধির যাঁহার॥
তারপর বন্দি পিতৃদেবের চরণ।
দেহের উৎপত্তি হ'ল যাঁহার কারণ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু পতিতপাবন।
মোর শিরে কৃপাকরি' ধরহ চরণ॥
দয়াল নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রভু কর অঙ্গীকার॥
আঁখি-জলে বন্দি কুলদেবী কাত্যায়নী।
পিতামহী ছিল যাঁর যোগ্যা পূজারিণী॥
জগন্নাথ রাধারাণী শ্রীনন্দনন্দন।
সদাশিব শিরে মোর ধরহ চরণ॥
কুলদেব-দেবীগণের প্রসন্নতা বিনে।
স্ফুরিত হইবে গ্রন্থ হৃদয়ে কেমনে॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মোর গণেশ ঠাকুর।
স্ফুরাও শ্রীগ্রন্থ হৃদে ব্যথা হোক্ দূর॥
সর্ব্বমহাপুরুষের চরণে প্রণাম।
বাক্‌দেবী হৃদে মোর হও অধিষ্ঠান॥
বন্দি দন্তে তৃণ ধরি' বৈষ্ণব-চরণ।
সর্ব্ব দেবদেবী আর ভাগবতগণ॥

আশীর্ব্বাদ কর সবে অধম আমায়,
'নিতাই-গৌরাঙ্গ' বলি' অশ্রুধারা বয় ;
পড়িয়া এই গ্রন্থ সবে হ'য়ে মাতোয়ারা ।
'জয় নিতাই !' রবে পূর্ণ করে বসুন্ধরা ॥
আমাসম মহাপাপী ব্রহ্মাণ্ডেতে নাই ।
কৃপাকরি' শ্রীচরণ দাওগো নিতাই ॥
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে করিয়া ধারণ ।
রচিল 'নিতাইসুন্দর' দীন 'পঞ্চানন' ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ভূমিকা।

পূর্ব্বজন্মকৃত মহাপাপের ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি অসাধ্য নিদ্রাহীনতা এবং রক্তচাপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলে সর্ব্বশরীরে ভীষণ দাহ উপস্থিত হয় এবং দীর্ঘ ছয়মাস যাবৎ আমি দিবানিশি নানারূপ বিভীষিকা দর্শন করি এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। বহু ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া কোনওরূপ ফল না পাওয়ায় "হা গৌর প্রাণনাথ!" বলিয়া দিবানিশি অশ্রু বিসর্জ্জন করি। শ্রীগৌর-সুন্দর আমাকে পরমদয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে প্রেরণা প্রদান করেন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণানুযায়ী আমি "হা নিতাই!" বলিয়া প্রাণের আবেগে কাঁদি। শ্রীনিতাই-গৌরসুন্দর আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশ পূর্ব্বক স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া শ্রীগুরুরূপে প্রকট হইয়া আমাকে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অভয় দান করিলে আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করি এবং শ্রীগম্ভীরায় সেবিত শ্রীগৌরসুন্দরের পাদুকামৃত যথাভক্তি পান করিয়া ঐ প্রকট ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি এবং নিমিত্তমাত্র হইয়া শ্রীগুরুকৃপায় "বিবেকের দান (বৈষ্ণবদর্শন)" নামে একখানি শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করি। পতিতপাবন শ্রীনিতাই-গৌরসুন্দর পুনরায় শ্রীগুরুরূপে আমাতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক "নিতাইসুন্দর" "শ্রীরাধা" ও "শ্রীরাম-সীতা" নামক তিন খানি ক্ষুদ্র নাটিকা ও কয়েকটী পারমার্থিক গীতি প্রদান করেন। "হা নিতাই!" বলিয়া কাঁদিয়া পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া আমি এই শ্রীগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়াছি, তাই এই শ্রীগ্রন্থের নাম "নিতাইসুন্দর" দিয়াছি। সর্ব্বসাধারণের ও বিশেষভাবে রসপিপাসু ভক্তমণ্ডলীর কথঞ্চিৎ

উপকার হইতে পারে ধারণায় আমি এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আর্থিক অনটনবশতঃ লোহাগড়া, (যশোহর) নিবাসী লোহাগড়াস্থ রাম নারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সরকার মহাশয়ের আশ্রয় লই। তিনি সানন্দে জগতের কল্যাণার্থে এই শ্রীগ্রন্থ মুদ্রনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করি তিনি ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুরাজবালা সরকার পরিবারবর্গসহ কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরসুন্দরের চরণে ভক্তিলাভ করিয়া চিরসুখী হন এবং দেহান্তে গোলোকধামে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীপদারবিন্দে সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাভ করিয়া তাঁহাদের অনাদিদগ্ধ-প্রাণে চিরশান্তি লাভ করিয়া প্রেমানন্দে ভাসেন। কাদিপুর, (নদীয়া) নিবাসী আমার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সিংহরায় মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ব্লকগুলি সুন্দরভাবে প্রস্তুত করিবার জন্য আমাকে দুইশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

১৭-ডি, বৃন্দাবন পাল লেন, শ্যামবাজার, (কলিকাতা) নিবাসী মহাত্মা শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বসু মহাশয় ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীযুক্তা কমলা বালা বসু মহাশয়া তাঁহাদের গৃহে আমাদের 'নবদ্বীপ-মাধুরী সঙ্ঘের' জন্য স্থান প্রদান করায় আমাকে চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখিলেন। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর চরণে তাঁহাদেরও মঙ্গল কামনা করি।

যশোহর (সদর) নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট "শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গবেশে গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ" এবং "শ্রীধাম নবদ্বীপ"—এই দুইখানি চিত্রপট প্রদান করিয়া জগতের অসীম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

সুফলাকাটী, (যশোহর) নিবাসী বন্ধুবর শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ আশ মহাশয়, দেয়াপাড়া, (যশোহর) নিবাসী পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠচন্দ্র সুর মহাশয় এবং গিলেতলা, (খুলনা) নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থের ফটোগুলি প্রদান করিয়া আমাকে চিরসৌহাদ্দ্যপাশে আবদ্ধ করিলেন।

হরিহরপুর, (হাওড়া) নিবাসী সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপদ বসু মহাশয় এবং ১৩নং রাম লাল মুখার্জী লেন, (হাওড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিত কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থ সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকটও আমি চিরসৌহার্দ্দ্যপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ভক্তমণ্ডলী এই শ্রীগ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার লাভ করিলে আমি আমার শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব।

ইতি—

আপনাদের আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী

বৈষ্ণবদাসানুদাস

দীন-হীন কাঙ্গাল

পঞ্চানন।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা।

হা হা গুরু! কল্পতরু!
বহু জন্ম পরে।
বীজমন্ত্র করি' দান
উদ্ধারিলে মোরে॥
ত্রিতাপের জ্বালা যবে
আমারে গ্রাসিল।
তোমার চরণে গিয়া
সে ব্যথা বাজিল॥
"ভয় নাই বৎস!" বলি'
শ্রীচরণ দিয়া।
কৃতার্থ করিলে মোরে,
জুড়াইল হিয়া॥
কোটী চন্দ্র-সূর্য্য জিনি'
রূপ মনোহর।
রতি-পতি হার মানে,
মোহন সুন্দর॥
মৃদু-মধু বাণী যেন
অমৃতের ধারা।
যবে মোরা শুনি সবে
হই আত্মহারা॥
সুগন্ধি কস্তুরী-বাস
অঙ্গ হ'তে ছুটে।
ভ্রমর ভ্রমরী আসি'
পাদ-পদ্মে লুটে॥

মুখের হাসিটী করে
সারা-বিশ্ব আলো।
শত্রু-মিত্র নাহি ভেদ
সবে দেখ ভালো॥
কোথা আমি পাব' প্রভু!
অগুরু চন্দন।
বনফুলে সাজাইব
মনের মতন॥
পূজিব আঁখির জলে
চরণ তোমার।
গ্রহণ করিতে দেব!
সে পূজা আমার॥
মরুসম মোর প্রাণ
না আছে ভকতি।
নিজগুণে কর ক্ষমা
অগতির গতি॥
প্রণমি তোমায় গুরু!
করুণা নিদান।
কৃপা করি' দাসে তব
দাও দিব্যজ্ঞান॥
পতিতপাবন গোরা—
মোর কর্ণধার।
ত্যজিয়া গিয়াছে চলি'
দোষেতে আমার॥
ফিরা'য়ে আন গো তাঁরে
শ্রীচরণ ধরি'
ব্যাকুলিত হবে সে গো
তোমায় নেহারি'।

কাতরে আমার হ'য়ে
শুধাইও তাঁরে,—
"তুমি বিনা পাতকীরে
কেই বা নিস্তারে !
ত্যজ তব চতুরালী
ত্যজ অভিমান।
এস গো ফিরিয়া এস !
জগতের প্রাণ ॥
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়
দাসের আমার ;
দিয়াছি নাশিয়া আমি
অজ্ঞান-আঁধার ॥
এবার কর গো দয়া
দেব বিশ্বম্ভর !
শ্রীচরণ-লাগি' সে গো
কাঁদে নিরন্তর" !!

ব্যথার বাঁশী।

—:০:—

কর্ম্মফলে দগ্ধ হিয়া দগ্ধ আমার প্রাণ।
দিবানিশি গাহি যে তাই শুধুই ব্যথার গান॥
ভোর বেলাতে পাখীরা সব কতই মধুর সুরে।
বিশ্বপিতার মহিমাগান করে পুলক ভরে॥
ফুলবাগানে রঙবেরঙের ফুল ফোটে যে কত।
আকাশ গায়ে রঙিন ছবি হেরি শত শত॥
দিক বধূগণ চারিদিকে সাজে নানা সাজে।
জগৎবধূ আস্‌বে ব'লে তা'দের কুঞ্জ-মাঝে॥
স্রোতস্বিনী কূল হারায়ে মধুর কলতানে,
ছুটেছে যেন পাগলপারা সাগরবঁধু পানে॥
আঁধার রাতে তারার মালা গগন আলো করে।
কুটীরমাঝে কাঁদে কেহ জগৎবঁধু তরে॥
বিজন বনে মুনি ঋষি করে কত ধ্যান।
ভক্তগণের নামগানে মত্ত দেখি প্রাণ॥
গৃহী ফেরে স্বার্থলাগি' প্রেম যে তা'দের নাই।
ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে হিয়া কোথায় আমি যাই॥
এস প্রাণের দয়াল **নিতাই** হৃদি আলো ক'রে।
তোমার তরে স্বামী যে গো সদাই আঁখি ঝরে॥

— নিতাইসুন্দর —

(নবদ্বীপ-মাধুরী সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত)

সঙ্ঘের সভ্যগণ :—	সঙ্ঘের সভ্যাগণ :—
১। অরুণ কুমার বসু	১। কুমারী কল্পনা বসু
২। নিমাই চন্দ্র দাস	২। ,, সরস্বতী বসু
৩। বরুণ কুমার বসু	৩। ,, মিনতি দাস
৪। তারক চন্দ্র দাস	৪। ,, পদ্মাবতী দাস
৫। চৈতন্য চন্দ্র দাস	৫। ,, গৌরীরাণী দাস
৬। চৈতন্য চন্দ্র নিয়োগী	৬। ,, সবিতারাণী মুখোপাধ্যায়
৭। কৃষ্ণ চন্দ্র নিয়োগী	৭। ,, প্রতিমা দাস
৮। বিশ্বনাথ দাস (বড়)	৮। ,, কমলা দাস
৯। কাশীনাথ দাস	৯। ,, অশোকা সরকার
১০। গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০। ,, গীতারাণী মুখোপাধ্যায়
১১। ফাল্গুনী বসু	১১। ,, ছবিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। সনৎ কুমার বিশ্বাস	১২। ,, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩। মোহিত কুমার বড়াল	১৩। ,, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪। নন্দ কুমার বড়াল	১৪। ,, বীনাপাণি দাস
১৫। কৃষ্ণকুমার বড়াল	১৫। ,, তারারাণী বিশ্বাস
১৬। শম্ভুনাথ নাগ	১৬। ,, শোভারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। খগেন্দ্রনাথ নাগ	১৭। ,, আরতি নিয়োগী
১৮। দীননাথ নাগ	১৮। ,, সবিতা বসু
১৯। বিশ্বনাথ দাস (ছোট)	১৯। ,, আরতি গোস্বামী
২০। বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২০। ,, প্রণতি গোস্বামী
২১। অবনী মোহন লাহা	২১। ,, মিনতি গোস্বামী
২২। অজিত কুমার লাহা	২২। ,, শিলা বসু

২৩ । জহর লাল লাহা
২৪ । মহিম চন্দ্র সরকার
২৫ । নিমাই চাঁদ সরকার
২৬ । হরিপদ সরকার
২৭ । রামকৃষ্ণ পাল
২৮ । সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়
২৯ ধীরেন্দ্র নাথ লাহা
৩০ । গিরিধারী চরণ মিশ্র
৩১ । মৃণাল কান্তি দাস
৩২ । সুভাষ চন্দ্র বসু
৩৩ । শান্তনু দাস
৩৪ । নিতাই চন্দ্র দাস
৫ । সুকুমার বসু

২৩ । কুমারী লীলাবতী ঘোষ
২৪ । ,, প্রভাবতী ঘোষ
২৫ । ,, শঙ্করী সাধু খাঁ
২৬ । ,, রেণুবালা দত্ত
২৭ । ,, শোভাসোনা দত্ত
২৮ । ,, গৌরীরাণী পাল
২৯ । ,, সারদা বালা পাল
৩০ । ,, আরতি দাস
৩১ । ,, পাপিয়া বসু
৩২ । ,, ভবানী বালা সরকার
৩৩ । ,, অরুণারাণী মজুমদার
৩৪ । ,, অনিমা বালা সরকার
৩৫ । ,, সাবিত্রী আশ

— —

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান।

শ্রীধাম একচক্রা গর্ব্বাস, শ্রীল হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী তুড়িগ্রাম পোঃ, (বীরভূম)। ই, আই, আর, লুপ লাইন, মল্লারপুর রেল ষ্টেসন হইতে সাত মাইল পূর্ব্বে এই "গুপ্ত বৃন্দাবন" অবস্থিত।

নাট্য-সূচী।

পুরুষগণ :—

১। শ্রীনিতাইসুন্দর (বলরাম)
২। শ্রীগৌরসুন্দর (কৃষ্ণ)
৩। শ্রীহরিদাস (ব্রহ্মা)
৪। বিবেকঠাকুর (বিবেক)
৫। জনৈক নিত্যানন্দ দাস
৬। গোপাল
৭। কিশোরি
৮। কালো
(৬–৮) নদীয়ার বালকগণ
৯। জনৈক জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ
১০। জনৈক ভিখারী
১১। জনৈক ভক্তবালক
১২। জনৈক বেনাপোল অধিবাসী
১৩। জগাই
১৪। মাধাই
(১৩–১৪) দুর্দ্দান্ত ভ্রাতৃদ্বয় —নগর রক্ষী
১৫। জনৈক বৈষ্ণব
১৬। জনৈক ব্রাহ্মণ

স্ত্রীগণ :—

১। শ্রীশচীমাতা (গৌরসুন্দরের মাতা)
২। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (গৌরসুন্দরের-সহধর্ম্মিণী)
৩। ভিখারী কন্যা
৪। জনৈক ভক্তবালিকা
৫। নদীয়ার বালিকাগণ

সূচনা

(প্রথম দৃশ্য)

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা

(মিলিত কণ্ঠে)

"ভবসাগর-তারণ-কারণ হে
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে !
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে !!

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ-তরে হরি চাক্ষুষ হে !
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে !!

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু-প্রজাপতি-শঙ্কর হে !
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে !!

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে !
চিত্ত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে !!

জয় সদ্‌গুরু শচীসুত-প্রাপক হে
তব নাম সদা শুভসাধক হে !
মতি যেন রহে তব শ্রীচরণে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে !!"

(বালকবালিকাগণের প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

শ্রীনিতাইসুন্দরতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন—জনৈক শ্রীনিত্যানন্দ দাস

পান্থ যথা ক্লান্ত হ'য়ে নিদাঘে ভীষণ
জুড়ায় তাপিত দেহ বটবৃক্ষমূলে
তেমতি ত্রিতাপক্লিষ্ট মূঢ় নরগণ
লভে শান্তি সুনিশ্চিত 'হা নিতাই !' ব'লে।

গোলোকের সঙ্কর্ষণ ব্রজে বলরাম
নিতাই রূপেতে আসি' মাতায় ধরণী ;
জীবের পাপের বোঝা ল'য়ে অবিরাম
'গোরা !' 'গোরা !' বলি' কাঁদে দিবসযামিনী।

চল মন ! বেয়ে 'কৃষ্ণ'নামের তরণী,—
ভজিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে কামনা ত্যজিয়া,—
পরম দয়াল এ যে নিতাইএর বাণী !
বেলা ব'য়ে যায় আর থেক'না বসিয়া।

মরণের পথে কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
কর গুরুপদাশ্রয় স্মরিয়া সে কথা,
গুরুরূপে 'নিত্যানন্দ' তোমায় রক্ষিবে ;
আসিবেনা হেথা আর পেতে নানা ব্যথা।

(প্রস্থান)

(তৃতীয় দৃশ্য)

"দৃশ্যমান জগৎ" সম্বন্ধে নৃত্যসহ গীত

(নদীয়ার বালিকাগণ)

(গীত)

মায়ায় ভরা বিশ্বখানি
মায়ার কথা শুধুই কয়,
মায়ার ছেলেমেয়ে নিয়ে
মায়ার খেলায় মত্ত রয়।
মায়ার গাছে মায়ার ফুলে
মায়ার ভ্রমর হেলে দুলে
মায়ার মধু করি' পান
মায়ার ঘুমে দিন কাটায়।

মায়ার ডালে মায়ার পাখী
মায়ার গানে মত্ত দেখি,
পাবে ব'লে মায়ার সুখ
মায়াকাশে উড়ে যায়।
মায়ার বাড়ী মায়ার ঘরে
মায়ার মানুষ চলে ফেরে,
মায়ার ভালবাসা দিয়ে
মায়ার জ্বালা কতই সয়।
মায়ার খেলা ফুরিয়ে গেলে
সবাই মরণ-দোলায় দোলে,
মায়ার জনে মায়ার প্রাণে
মায়ার ব্যথা কতই পায়।
মায়ার বাঁধন কাট্‌তে হ'লে
কাঁদ রে মন! 'নিতাই!' ব'লে,
ছুটে যাবে মায়ার নেশা
'কৃষ্ণ-প্রেম' হবে উদয়।

(প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

প্রথম অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—নবদ্বীপ পল্লীপথ।

বালকগণের কীর্ত্তন (উদ্বোধন-গীতি)

জাগ জাগ সবে ঘুমাওনা আর
নিতাই এসেছে দ্বারে।
গৌরহরি' ব'লে মাতাও তাঁহারে
যেন সে না যায় ফিরে ॥

বহু যুগ পরে দয়াল নিতাই
নেমেছে ধরায় আর ভয় নাই,
বেলা ব'য়ে যায় পারে যাবি আয়
নামের তরণী লেগেছে রে ॥

"মহামন্ত্র" সবে জপ নিষ্ঠা করি'
কৃপা করি' জীবে দিল 'গৌরহরি',
মায়ার বাঁধন টুটে যাবে ভাই
আনন্দ-সলিলে ভাসিবি রে ॥

"গুরু!" "গুরু!" বলি' কাঁদ বার বার
"গুরু" বিনা আর কে করিবে পার,
মোহ-ঘুম ত্যজি' উঠ সবে আজি
পারের কাণ্ডারী এসেছে রে ॥

কীর্ত্তনান্তে :—

কালো—হারে গোপাল! হারে কিশোর! শুনেছিস্ এক অদ্ভুত ব্যাপার! একচক্রা-গর্ভবাসে হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী আলো ক'রে তাঁর এক পুত্ররত্ন জন্মেছে! নাম তাঁর 'নিতাই'! বড়ই প্রেমিক! পাপী তাপী সবাইকে কোল দেয় আর বলে,—"তোদের কোন ভয় নেই, আমি

এবার নিজে এসেছি জীবের দুঃখ দেখে,—এক বৈষ্ণববিদ্বেষী ছাড়া সবাইকে উদ্ধার কোর্‌বো !

গোপাল—সত্যি নাকি ভাই কালো, এমন দয়াল ঠাকুর ! তবে আর আমাদের ভয় কি ! আমরা যমকে এবার কলা দেখাবো ! আয় ভাই আমরা সবাই মিলে নেচে নেচে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করি।

(গীত)

আয় রে তোরা কে কে যাবি
দেখ্‌তে নিতাই-চাঁদেরে,
ব্যথার ব্যথী দুঃখীর সাথী
প্রেম বিলায়ে যায় রে।

গৌর-প্রেমে মাতোয়ারা
নিতাই নাচে পাগল পারা,
দুনয়নে বহে ধারা
'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' বলে রে।

নিতাই নাচে সবার মাঝে
রাঙা পায়ে নুপূর বাজে,
মত্ত কেন মিছে কাজে
'গৌর' ব'লে তাঁরে কিনে নে রে।

যায় রে বেলা যায় রে চ'লে
থাকিস্ না রে মায়ায় ভুলে,
মোহের বাঁধন ফেল্‌না খুলে
নামের তরী ঘাটে লেগেছে রে।

(প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—শ্রীসুরধুনী তীর।

শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-গীতি গান করিতে করিতে শ্রীনিতাইসুন্দরের প্রবেশ :—

(গীত)

'গৌরাঙ্গ' নাম অমিয়া-ধাম পশিয়া শ্রবণে মোর,
(আমার) হৃদয় মথিল জ্বালা দূরে গেল সে যে মোর চিতচোর।

কত সুধা দেখ ঝরে নামে তাঁর
দীনবন্ধু তিনি দয়ার আধার,
কাতরে ডাকিলে 'কোথা গৌর !' ব'লে
মুছে দেয় আঁখি-লোর।

বাসনারি ফলে জীব আসে যায়
প্রেম-ভকতি কভু নাহি পায়,
গোরার চরণে লইলে আশ্রয়
ভেঙ্গে যায় ঘুম-ঘোর।

'গোরা' বলি' তুমি কাঁদ দিবানিশি
দূরে যাবে যত আছে পাপরাশি,
'নামী' জেন' আছে সদা নামে মিশি'—
ছিন্ন হবে মায়া-ডোর।

অকস্মাৎ সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা-গীতি গান করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবেশ :—

গীত

এস হে কৃষ্ণ পরাণ-সখা এস হে কৃষ্ণ এস হে,
কি মধুর নাম জুড়ায় পরাণ মানস-মন্দিরে এস হে।

ব্যথা দাও কত তবু লাগে ভালো
এ কেমন খেলা প্রিয়তম কালো,
নাম-মাঝে থাকি' সদা দাও উঁকি
ফাঁকি নাহি মোরে দিও হে।

তুমি যে আমার আমি যে তোমার
তবে কেন ব্যথা দাও বার বার,
সহেনা বিরহ জ্বলি অহরহ
দরশন প্রভু দাও হে।

গীত সমাপ্ত হইলে :—

শ্রীনিতাইসুন্দর—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

ভাই কানাই ! তুই রাধার ঋণ শোধ দিতে, 'কৃষ্ণ' নাম প্রচার কোর্‌তে আর নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন কোর্‌তে বৃন্দাবন ত্যাগ কোরে নবদ্বীপে এলি, আমাকে তো একবার ব'লে আস্‌তে হয় ! আমি তোকে খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়রাণ হ'য়ে গেছি ! তোকে ত্যাগ ক'রে কি আমি এক তিলও বাঁচ্‌তে পারি ভাই !

শ্রীগৌরসুন্দর—(শ্রীনিতাইসুন্দরের প্রতি)

তোমার ভালবাসার তুলনা নেই দাদা ! আমি যে কেমন ক'রে এ ভালবাসার ঋণ শোধ দেবো তা' ভেবেই পাইনে ! তবে মনে মনে এ বিষয়ে একটা কিছু স্থির ক'রে রেখেছি অবশ্য !—তোমাকে যা'রা অসম্মান কোর্‌বে তা'রা আমাকে কিছুতেই ধোর্‌তে পারবে না। আমি প্রতিজ্ঞা কোর্‌ছি,—তোমায় ত্যাগ ক'রে আমায় শুধু যা'রা ভালবাস্‌বে, আমি কিছুতেই তা'দের ভালবাসবো না—তোমাকে যা'রা ভালবাস্‌বে তা'দেরই শুধু ভালবাস্‌বো।

গৌরসুন্দর—গান ধরিলেন :—

ওরে কালা কেন দিলি বিষম জ্বালা
দয়া, মায়া গেলি কি ভুলে,

আঁখি মোর ছল ছল পরাণ চঞ্চল
দিবানিশি হিয়া যে জ্বলে।

কেহ যদি দেয় ব্যথা তোর পানে চাই
তুই যদি দিস্ ব্যথা কোথা বা দাঁড়াই,
বুঝিয়া মরম ব্যথা নে কোলে তুলে।

(প্রস্থান)

(তৃতীয় দৃশ্য)

স্থান—গভীর অরণ্য।

জনৈক ভক্ত-বালিকার পুষ্পমাল্য হস্তে গান করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ :—

(গীত)

কোলে তুলে লও হে বঁধু (তুমি) চরণ ছাড়া কোরোনা।
আমার কেঁদে কেঁদে জনম গেল তবুও দেখা দিলেনা॥
দুয়ার খুলে বাতায়নে
চেয়ে থাকি পথের পানে.
কত জনম ব'য়ে গেল
(প্রিয়!) তবুও তুমি এলে না।

আঁখির জলে গাঁথি মালা
আস্‌বে ব'লে মোর কালা,
আশার আলো নিভে গেল
রইলো শুধু বেদনা।

গীত সমাপনান্তে :—

ভক্তবালিকা—(মনে মনে)

শুনেছি তিনি কাঙ্গালের ঠাকুর! অনাথার নাথ! ব্যথিত জনের ব্যথাহারী! আমার মত হতভাগিনী তো আর কেউ নেই! তবে কেন তিনি আমায় দেখা দিচ্ছেন না!—দেখি! আবার তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডাকি—তিনি দেখা দেন কি না!

(গীত)

তোমারি কথা চাঁদেনি রাতে মনে পড়ে বঁধু কুসুম-বনে।
বিরহ-ব্যথা জাগে আমারি ঘরে বারিধারা দুটী নয়নে॥
নীল-নভে হেরি তারার মালা
শতগুণ বাড়ে বিরহ-জ্বালা,
তোমারি আসার আশার স্বপন
ভেসে আসে প্রাণে মলয় সনে॥

বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ! মোর প্রিয়তম
গতিহীন কেহ নাহি মোর সম,
অগতির গতি হে শচীনন্দন!
স্থান দিও প্রভু ও রাঙাচরণে॥

ভক্তবালিকা—প্রাণনাথ! তবুও দাসীর কুটীরে এলে না! আচ্ছা বেশ! আজ এই গভীর অরণ্যে আত্মহত্যা ক'রে আমার সব জ্বালার নিবৃত্তি কোর্‌বো! তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমায় শেষ ডাক্ একবার ডেকে নি!

(গীত)

মুছাতে নয়ন জল পরাণ-বঁধুয়া মোর
এস তুমি কুটীরে আমারি।
তব আগমন-আশে কত নিশা জাগিনু
পরাণে কি বাজে না তোমারি॥

বসন্তেরি সমাগমে কুসুম-কাননে গো
গুঞ্জরে অলিকুল তব গুন গাহি',
আকুল পরাণ ছুটে তোমারি লাগিয়া হে
কাঁদে হিয়া দরশ-ভিখারী॥

নেহারি' চাঁদিমা-অঙ্গে পীত-মাধুরিমা গো
তোমারি মূরতি জাগে মরমে আমারি,
কে আর বুঝিবে নাথ! আমারি বেদনা হে
কাঁদি আমি ফুকারি ফুকারি॥

সাধের মালাটী গাঁথি' বসি' নিরজনে গো
চেয়ে আছি পথপানে দিবস-যামিনী,
এস মোর প্রাণনাথ ! দাসীর মন্দিরে হে
হে গৌরাঙ্গ ! নদীয়াবিহারী ॥

গীত সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবেশ :—

শ্রীগৌরসুন্দর—(ভক্ত বালিকার প্রতি)

আয় ! অনাথিনী, কাঙ্গালিনী বালিকা !—আমার বুকে আয় ! কে আমায় ভালবাসে না বাসে আমি অন্তর্যামীরূপে সবই জানি। তোকে পরীক্ষা কোর্‌ছিলাম মাত্র ! যে সব ব্যথা দূরে ঠেলে ফেলে আমায় ভালবাসে সেই আমায় পায় ! আজ হ'তে তোর সব ব্যথা দূর হ'লো !

ভক্ত বালিকা—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

"প্রাণনাথ এসেছ!" বলিবা মাত্র শ্রীগৌরসুন্দর তাকে বুকে লইলেন এবং বালিকাটী কাঁদিতে লাগিল ও শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে হস্তের পুষ্পমাল্যটী পরাইয়া দিয়া তার অনাদিদগ্ধজীবনে চির শান্তি লাভ করিল।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহপ্রাঙ্গন।

বিবেকঠাকুরের প্রবেশ ও গান :—

"আমার আমার ক'রে ডাকি আমার এ ও আমার তা,
তোমার নিয়ে তুমি থাকো নিও নাকো আমার যা ॥
আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার বাবা আমার মা
আমার পতি আমার পত্নী সঙ্গে তো কেউ যাবে না।
আমার বাড়ী আমার ভিটে আমার যা তা সবই মিঠে
আমার নিয়ে টানাটানি আমার নিয়ে ভাবনা।

এত যত্নের দেহ ভবে তাও তো রেখে যেতে হবে
মুদ্‌লে আঁখি সবই ফাঁকি ভেবে দেখ (ভাই) কেউ কারো না।'
(প্রস্থান)

(গীত শ্রবণ করিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে ব্রাহ্মণের বহির্দ্দেশে আগমন)

ব্রাহ্মণ—(আনমনে প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে) কে গান গাইলে! কে গান গাইলে! (এমন সময় জনৈক ভিখারী ও তার কন্তা শ্রীনিতাই-গৌর-মহিমা-গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিল)—

(গীত)

এসেছে 'কৃষ্ণ' নামের তরণী
পারে যাবি কে রে ভাই আয় রে আয়!
বেলা গেল ব'য়ে আঁধার এল' ছেয়ে
ত্বরা করি' তোরা উঠে পড়্ নায়॥
চারিদিক গেছে নামেতে ভরিয়া,
নাচিছে বিশ্ব বিহ্বল হইয়া,
আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, লতা, পাতা
নামের পরাগ মেখেছে গায়॥
'গৌর' 'নিতাই' ঐ ডাকিছে সবায়,
পাপী, তাপী ছুটে আয় চ'লে আয়,
ব্যাকুল হইয়ে 'হা নিতাই!' বলিয়ে
ত্বরা করি' পড়্ গিয়ে 'নিতাই'এর পায়॥
গর্জ্জিছে (ভব) সিন্ধু নাহি কোন ডর,
'গৌর!' 'গৌর!' বলি' এগিয়ে পড়্,
ঢেউ গুলি সব শুনি' 'গোরা'-রব
মিলিবে চিরতরে সিন্ধুর গায়॥

ব্রাহ্মণ—(সক্রোধে)

হ্যারে চাড়াল! তোর মেয়েকে নিয়ে বামুন বাড়ীতে ভিক্ষে কোর্‌তে

এসেছিস্ কোন সাহসে ? তোরা যে ছোট জাত ! তোদের ছায়া মাড়ালে আমাদের যে নাইতে হয় ! ভাল চাস্‌তো এখনই বাড়ীর বাইরে চ'লে যা ! —নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো—বল্‌ছি !

(ভিখারী ও তার কন্যা ব্রাহ্মণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় গান ধরিল)—

হৃদয়-মন্দিরে মম কে আসিল রে !
অনাথের নাথ 'নিত্যানন্দ' মোর এল' কি আঁধার নাশিয়া রে।
চাঁদ-বদন তাঁর 'অমিয়া' ঝরে,—
'ভয় নাই কহ 'গৌর !' বলে সবারে,—
নাচে রে বাহু তুলি' 'গৌর' 'গৌর' বলি,'
ভুবন ভরিল 'গৌরাঙ্গ' নামেতে রে।
হরিদাস-সনে নদীয়া-নগরে—
'কৃষ্ণ' নাম দেয় আচণ্ডালের ঘরে,
যাকে দেখে তারে হাঁকিয়া বলে,—
"কলিজীবের তরে এসেছে শ্রীগৌরাঙ্গ রে।"
সবার দহিল অভিমান-রাশি',
'কৃষ্ণ' নাম মন্ত্র কর্ণমূলে পশি',
খোল-করতালে সবাই মাতিল,—
কৃষ্ণ-নাম-প্রেমে সব যে ভুলিল রে ॥

ব্রাহ্মণ—(ভীষণ ক্রোধপূর্ব্বক)

ছোটলোক কোথাকার ! লজ্জার মাথা একেবারেই খেয়েছিস্ ! আবার গান গাইছিস্ ! দাঁড়া ! তোদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি।

ভিখারীকন্যা—(ব্রাহ্মণের প্রতি)

কেন ঠাকুর ! এত জাতের বালাই নিয়ে মোর্‌ছো ? আমরা কি মানুষ নই ? রক্তমাংস দিয়ে কি আমাদের শরীর গড়া নয় ? ভগবান্ কি আমাদের সৃষ্টি করেন নি ? ভগবানের কি কোন' 'জাত' আছে যে 'জাত' 'জাত' ক'রে তুমি বড়াই কোর্‌ছো ? আমাদের প্রাণে ব্যথা দিলে ভগবান্ কিছুতেই সইবেন না !

ব্রাহ্মণ—(ক্রোধান্ধ হ'য়ে বালিকার প্রতি)

কী ! এত বড় স্পর্দ্ধা ! ছোট মুখে বড় কথা ! বেরো !—(ব্রাহ্মণের বালিকার গলাধারণ ও বাহির করিয়া দিতে উদ্যতভাব, এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবেশ)—

(ব্রাহ্মণের প্রতি)

শ্রীগৌরসুন্দর—ঠাকুর মশায় ! আপনাকে দণ্ডবৎ ! মেয়েটীকে ছেড়ে দিন ! আহা ! মেয়েটী প্রাণে কতই না ব্যথা পেয়েছে ! আপনি পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ কোর্‌বার সৌভাগ্য লাভ ক'রেও বৃথা কুলমর্য্যাদার অহঙ্কার ভুলতে পাচ্ছেন না ! সবাই যে শ্রীভগবানের সন্তান ! সবাইকেই তিনি সৃষ্টি কোরেছেন ! মানব-সমাজে সবারই সমান অধিকার ! ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে শ্রীভগবান্ চারিবর্ণ সৃষ্টি কোরেছেন মাত্র। সমাজ সেবা কোর্‌তে সবারই প্রয়োজন। তাঁর চোখে ছোট বড় কেউ নেই। সর্ব্বজীবেই, সর্ব্ববস্তুতেই তিনি বিরাজমান। এই ধারণা মনে দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই তাঁর দর্শন লাভে সমর্থ হন্ না। শাস্ত্র পাঠই বলুন আর যাই বলুন সবই বৃথা হ'য়ে যায় ! (ব্রাহ্মণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভিখারীকন্যার গলদেশ ত্যাগ করিলেন)

ভিখারীকন্যা—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

"কে তুমি প্রেমের ঠাকুর !" বলিয়া কাতরনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইল।

শ্রীগৌরসুন্দর—(ভিখারী ও তার কন্যার প্রতি)

"এস ভাই! এস মা লক্ষী !—তোমাদের কোন ভয় নেই।"

বলিয়া শ্রীকরে তাহাদের মস্তক স্পর্শ করিলেন। তাহারা প্রাণে অপার শান্তি লাভ করিল

ভিখারীকন্যা—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

ঠাকুর ! কে তুমি ! তোমার মত এতদিন আমাদের কেউতো ভাল-বাসেনি ! সবাই যে আমাদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয় !" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভিখারীও কাঁদিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া

চাহিয়া রহিলেন! এমন সময়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনিতাইসুন্দর ঐ স্থানে আগমন করিলেন

(কীর্ত্তন)

আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী
যায় রে গৌরাঙ্গ হেলিয়া ছুলিয়া।
'কৃষ্ণ' নামে সদা মাতায়ে অবনী
ভাবের আবেশে চলিছে নাচিয়া॥
আজানুলম্বিত মালতীর মালা
শোভিছে গলেতে করি' দিক আলা,
মলয়-হিল্লোলে ছুলিছে দোচলে
লুব্ধ ভ্রমর পড়িছে উড়িয়া॥
ভালেতে শোভিছে তিলক সুন্দর,
'রাধা' নাম লেখা সর্ব্বকলেবর,
মধুর-অধরে মৃদুমধু হাস্য
ভকত-ভৃঙ্গ পড়িছে গলিয়া॥
জীব দুঃখ দেখি' গোলোকের হরি
নেমেছে ভূলোকে ভক্তরূপ ধরি',
রাগমার্গে ভক্তি করিয়া প্রচার
ব্রজরস-দান করিছে মাতিয়া॥

ভিখারী ও তাহার কন্যা শ্রীনিতাইসুন্দরকে প্রণামান্তে আনন্দে গান ধরিলঃ—

এসেছে নিতাই আর ভয় নাই
'গৌরহরি' ব'লে ছুটে আয়।
করুণায় ভরা পাগলেরি পারা
সুরধুনী-তীরে নেচে যায়॥

ঢল ঢল আঁখি প্রেমেরি আবেশে,
'গোরা!' 'গোরা!' বলি' আঁখি-নীরে ভাসে,
জীবের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নদীয়ার পথে চ'লে যায়॥

কষিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ
অবধূত বেশ মানসরঞ্জন,
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর
ভকতভৃঙ্গ তাহে লুটায় ॥
(প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গৃহপ্রাঙ্গন।

(গৃহখানি কেলিকদম্ববৃক্ষে ঘেরা ও নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে শোভিত)

বিবেকঠাকুরের প্রবেশ ও গান :—

"ভবে কেউ মায়াডোরে বাঁধা থেকোনা।
কেহ কারও নয়কো আপন ভেবে দেখনা ॥
যেমন জলের বুদ্ বুদ্ জলে উঠে জলে মিশে যায়,
তেমন তুমি আমি দুদিন পরে রবোনা হেথায়,
সেধে কেউ পায়ের কাদা গায়ে মেখোনা।"
(প্রস্থান)

(গীত শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীমাতা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন)

শ্রীগৌরসুন্দর—(শ্রীশচীমাতার প্রতি)

বাইরে কে গান গাইলে মা! আমার যে আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না মা! গানে যে আমায় পাগল কোর্‌লে মা! (শ্রীশচীমাতা নীরব রহিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-মহিমা-গীতি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন)—

যমুনার জল করে ছল ছল কাঁদিছে শ্যামেরি লাগিয়া।
চলে নাকো গোপী যমুনার কূলে উঠেনা নূপুর রণিয়া ॥
শ্যামহারা সেই কদম্বেরি মূলে
বাজেনা মুরলী আর 'রাধা!' ব'লে,
কলঙ্কিনী রাই শ্যাম-অভিসারে চলে নাকো আর ছুটিয়া ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে নাকো ফুল
ডাকেনা তমালে কোকিলেরি কুল,
ময়ূর ময়ূরী নাচে নাকো আর মধুর বাঁশরী শুনিয়া ॥

ধেনুগণ আর পুচ্ছ তুলিয়া
কানু বিনে গোঠে যায় না ছুটিয়া,
গেছে দশদিশি বিষাদে ভরিয়া, মরমে রহিনু মরিয়া ॥

গীত শ্রবণ করিয়া (অলক্ষ্যে) শ্রীগৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গান :—

"আমরা এসেছিরে যাদুমণি কাঁদিস্ না রে আর।
তোর কান্না দেখে বুক ফেঁটে যায় কাঁদিস্ অনিবার ॥

যা দিবি তুই তাই খাবো সুখে
আমরা খেয়ে যাদুমণি দিব তোর মুখে,
দেখ্ না আসি' জগৎবাসী প্রেমলীলা অপার ॥

তোরে যাদু বড় ভালবাসি
গোলক তাজি' ভূলোকমাঝে তাই এত আসি
নইলে মোদের ধরায় ধরে এমন সাধ্য কা'র।"

শ্রীশ্রীরাধা (অলক্ষ্যে—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

অমন ক'রে কাঁদিস্ নে নিমাই! অমন ক'রে আর কাঁদিস্ নে! সময়ে আমাদের দেখা পাবি!

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রস্থান)

শ্রীগৌরসুন্দর—(শ্রীশচীমাতার প্রতি)

"মা! ঐ শুন! 'কৃষ্ণ' আমায় ডাক্‌ছেন! আমি যে আর ঘরে থাক্‌তে পাচ্ছিনে মা!" বলিয়া পুনরায় গান ধরিলেন :—

জীবন-আঁধারে অকূলপাথারে
কে রে আশার আলো জ্বালিল।
মরমের ব্যথা মুছে দিয়ে মোর
হৃদয়-আসনে বসিল ॥

কত দিন তাঁরে ডেকেছি যে আমি
আসে নাই সে যে বড় অভিমানী,
(এবার) নিদারুণ ব্যথা দিয়ে মোরে সে গো
ব্যথার মাঝে এসে উদিল ॥

বলিহারী যাই কানাইএর খেলা
নিরাশ করিয়া দেয় আশাভেলা,
চতুরচূড়ামণি শ্যাম-গুণমণি
মন তাহে এবার জানিল ॥

শ্রীশচীমাতা—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

হ্যারে নিমাই ! তুই কি বিষয় কাজে মন দিবি নে ! তোর প্রকৃত ইচ্ছে কি বল্ তো দেখি ! বউমার সঙ্গে তো একেবারেই কথা বন্ধ ক'রেছিস্। দিন রাত উপরের দিকে চেয়ে চেয়ে যে কি ভাবিস্ তা তুইই জানিস্ ! কেবল তো দেখি "হা কৃষ্ণ !" "কোথা কৃষ্ণ !" ব'লে কাঁদিস্ ! আমার ভয় হয় কোন্ দিন তুই তোর দাদা বিশ্বরূপের মত আমায় কাঁদিয়ে সংসার ছেড়ে চ'লে যাস্ ! বাবা ! মানিক আমার ! সব সময় "কৃষ্ণ !" "কৃষ্ণ !" ব'লে আর কাঁদিস্ নে ! বিষয় কাজে মন দে !

শ্রীগৌরসুন্দর— শ্রীশচীমাতার প্রতি)

"অমন কথা বোল্তে নেই মা ! অমন কথা বোল্তে নেই !—কৃষ্ণই পিতা, কৃষ্ণই মাতা, কৃষ্ণই সখা, কৃষ্ণই স্বামী, কৃষ্ণই সব ! তাঁকে ভালবাস্লে যে সব কাজ হ'য়ে যায় মা ! আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যা'তে আমি "কৃষ্ণ" নামে পাগল হ'তে পারি !" ইহা বলিয়া পুনরায় গান ধরিলেন :—

ব্যথা দিয়ে দিলে পরশ ওহে পরশমণি !
প্রাণ মোর কেড়ে নিলে শুনায়ে নূপুরধ্বনি ॥

থাকি' আমায় আড়াল ক'রে
হে চিতচোর ডাক মোরে,
আর কত কাঁদাবে বল ও মোর নয়নমণি ॥

কেন আমি এই প্রবাসে
রই অচেতন মায়াপাশে
তুমি যে আমার বঁধু অসীম প্রেমের খনি ॥

আর খেলোনা নিঠুর খেলা
সাঝ হ'য়ে এল' বেলা
(একবার) চরণে চরণ থ্ুয়ে দাঁড়াও ওহে নীলমণি ॥

(পুনরায় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন)—
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥"
(৩ বার)

শ্রীশচীমাতা—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)
তোর যা ইচ্ছে তাই কর্ বাবা! আর তোকে কিছু বোল্‌বো না!

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)
স্বামী! প্রাণনাথ! হৃদয়দেবতা! দাসীর কর্ত্তব্য—স্বামীর সকল কার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকা। আপনি যখন সব সময়েই কৃষ্ণকথা কইতে, কৃষ্ণগান গাইতে, কৃষ্ণনাম শুন্‌তে ভালবাসেন তখন তাইই করুন। তা'তেই দাসীর আনন্দ! তবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে দাসীর একটী নিবেদন আছে—প্রাণনাথ! দাসীকে শ্রীচরণসেবায় বঞ্চিত ক'রে কোথায়ও যাবেন না! এই আমার অনুরোধ!
(শ্রীগৌরসুন্দর মনে মনে হাসিলেন)
(প্রস্থান)

(তৃতীয় দৃশ্য)

স্থান—শ্রীসুরধুনী তীর।

অনেক ভক্তবালকের কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ :—
চাঁপার বরণ সুঠাম গঠন
মুখখানি তাঁর চাঁদের মত।

করুণা যাঁর তনু ব'য়ে
'নয়ন-কোনে উছলিত ॥

জীবের দুর্গতি হেরি
সদাই মুখে বলে 'হরি'
(আবার) 'রাধা' 'রাধা' 'রাধা' ব'লে
ভাবে অঙ্গ বিগলিত ॥

এমন দয়াল কোথায় পাব
আমি কি পড়িয়া রব!
এস নিমাই প্রাণের কানাই
হৃদয় করি' আলোকিত ॥

ভক্তবালক—এস! ঠাকুর এস! বড়ই নির্য্যাতিত আমি! পৃথিবীর কেউ তো আমায় ভালবাসেনা ঠাকুর! আমি প্রাণ দিয়ে সবাইকে ভালবাসি কিন্তু কোথাও একটু ভালবাসা পাই নে! তুমি আমার প্রেমের ঠাকুর! একবার দেখা দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর!

(গান)

তোমার কাছে কেঁদে বঁধু সাড়া যদি না পাই আমি।
কে আর মোরে নেবে কোলে বল না গো হৃদয়স্বামী ॥

'প্রেমেরঠাকুর' নামটী তোমার
নাই কেহ মোর বিশ্বমাঝার,
চ'খে চ'খে রেখো মোরে—
হইনা যেন বিপথগামী ॥

বাসনা যে শেষ হবার নয়
নিতুই নতুন বাসনা হয়,
কেমন ক'রে পাব তোমায়
লইনু শরণ অন্তর্য্যামী ॥

ভক্তবালক—(আপন মনে)
"কই! তিনি তো দেখা দিলেন না! কত ব্যথার গান গাই তবুও তিনি

দেখা দেন না! শুনেছি তিনি পতিতপাবন! দীনের বন্ধু! আমার মত কাঙ্গাল তো আর জগতে নেই! তা'তেও তিনি যখন দেখা দিলেন না তখন আমি আর এ জীবন রাখ্‌বোনা!" ইহা বলিয়া ভাগীরথীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইলে প্রেমের ঠাকুর গৌরসুন্দর দর্শন দান করিয়া বাধা প্রদান করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর—(ভক্ত বালকের প্রতি)

ভক্ত রে! আমি দেখ্‌ছিলাম তুই আমায় প্রকৃত ভালবাসিস্‌ কি না! আয় তোকে বুকে ধরি! তুই যেমন আমায় ভালবাসিস্‌ আমিও তোকে ততোধিক ভালবাসি! আজ হ'তে তোর সব জ্বালার অবসান হোলো!

ভক্তবালক—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

"ঠাকুর এসেছ!" বলিয়া দৃঢ়ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের রাঙাচরণ দু'খানি বুকে ধারণ করিল ও ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গান ধরিল :—

'গৌরাঙ্গ' মধুর নাম যে বা লয় অবিরাম
ভূলোকে তাহার তরে আসে প্রেমময়।
থাকুক্ কালিমা চিতে কিবা এসে যায় তা'তে
শ্রীচরণ দিয়ে আর্ত্তে কৃতার্থ করয়॥
এ হেন গৌরাঙ্গধনে যে না ভজে এ জীবনে
বৃথাই বহিছে সে গো এ জীবন-ভার।
তাই দন্তে তৃণ ধরি' সবারে মিনতি করি'
পূজিবার তরে যাচি শ্রীপদ তাঁহার॥

(প্রস্থান)

(চতুর্থ দৃশ্য)

স্থান—বেনাপোলের নির্জ্জনঅরণ্যে শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাসের ভজন-কুটীর। জপের মালা হস্তে শ্রীহরিদাস আসনে উপবিষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌরসুন্দরপ্রদত্ত মহামন্ত্র,—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥"

জপে রত।

অদূরে অলক্ষ্যে বনমধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর দণ্ডায়মান।

মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীহরিদাসের গান :—

"প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণারাম !
আহা ! কি যেন লুকান নামে তাই মিষ্ট এত তব নাম॥

(তুমি) আমারে ভুলায়ে রাখো,
হৃদি আলো ক'রে থাকো,
আমার জীবনে মরণে গৌর ! তুমি মম সুখ-ধাম॥

(তুমি) নামে ভুলায়েছ যারে
সে কি যেতে পারে দূরে,
(তোমার) নামরসে যে ম'জেছে সে বুঝেছে কি আরাম॥

তোমার নামরসে ডুবে থাকি
ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
আহা ! বিশ্বে বহে প্রেমনদী সুধাধারা অবিরাম॥"

গীত সমাপনান্তে :—

শ্রীহরিদাস—(মনে মনে)

আবার গান করি ! 'গৌর' নাম কি মধুর ! 'গৌর' নাম গান কোর্‌লে আমার সব জ্বালা দূরে যায় ! আমি যেন এক অপার আনন্দসাগরে ভাসি।

(গীত)

মুখে 'রাধা' নাম জপে অবিরাম বারিধারা বহে অরুণ-নয়নে।
কে যায় কাঁদিয়া আকুল হইয়া পাগলেরি প্রায় বৃন্দাবিপিনে॥

পরিধানে তাঁর গেরুয়া বসন—
নবীন সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন,
অপরূপ শোভা ক'রেছে ধারণ
পরিক্রমা করে গিরি-গোবর্দ্ধনে॥

ব্রজবাসীগণ শ্রীবদন হেরি'
সঘনে বলিছে 'হরি' 'হরি' 'হরি'
লুটায়ে পড়িছে চরণে তাঁহার
পারের উপায় হইল জেনে ॥

গীত সমাপনান্তে :—

শ্রীহরিদাস—(আপন মনে)

আহা ! কি মধুর এই 'গৌর' নাম ! যতই গান করি ততই মিষ্ট লাগে ! পিপাসা আর মেটেনা ! মনে হয় আমায় যেন কোন্ এক জ্যোতির্ম্ময় ধামে নিয়ে যায় ! আবার গান করি !—

জয় শচীনন্দন সত্যসনাতন শাশ্বতপুরুষ দেহি পদম্ ।
জয় বিশ্বপালক ত্রিতাপহারক ভকতবৎসল দেহি পদম্ ॥
জয় মদনমোহন মুরলীবদন প্রেমকলেবর দেহি পদম্ ।
জয় সাকারব্রহ্ম সর্ব্ববরেণ্য পতিতপাবন দেহি পদম্ ॥
জয় ভূভারহরণ বিশ্ববিমোহন পাষণ্ডীতারণ দেহি পদম্ ।
জয় দীনশরণ শ্রীরাধারমণ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ দেহি পদম্ ॥
জয় অদ্বৈতপরাণ বৈষ্ণবশরণ পীতপটাম্বর দেহি পদম্ ।
জয় দেবতাবাঞ্ছিত জগন্নাথসুত শ্রীরাধিকানাথ দেহি পদম্ ॥
জয় অগতিরগতি নরোত্তমপতি ব্রহ্মাণ্ডনাথ দেহি পদম্ ।
জয় শ্রীবাসঅঙ্গীকারী বল্লভনরহরি প্রকাশানন্দতারী দেহি পদম্ ॥
জয় ভকতজীবন কৃষ্ণৈকশরণ নবদ্বীপচন্দ্র দেহি পদম্ ।
জয় মহাউদ্ধারণ নৃত্যপরায়ণ রাধাভাবকান্তি দেহি পদম্ ॥
জয় ভক্তিপ্রচারক অহিংসাসাধক রামানন্দনাথ দেহি পদম্ ।
জয় কীর্ত্তনতৎপর সর্ব্বাগুণাকর কেলিপরায়ণ দেহি পদম্ ॥
জয় মাল্যবিভূষণ সুবর্ণবরণ দীরঘভুজ দেহি পদম্ ।
জয় মৃদুমন্দগতি লক্ষ্মীদেবিপতি অনাথপালক দেহি পদম্ ॥

জয় স্বয়ংভগবান্	কীর্ত্তিসুমহান্	মহামন্ত্রপ্রাণ	দেহি পদম্।
জয় মূর্ত্তমধুররস	গদগদভাষ	বৃন্দাবনধন	দেহি পদম্॥
জয় সার্ব্বভৌমগতি	গদাধরপতি	নিত্যানন্দানুজ	দেহি পদম্।
জয় ভক্তিরত্নাকর	স্বভাবসুন্দর	চিকুরকুন্তল	দেহি পদম্।
জয় মূর্ত্তমহাভাব	ধরণীগৌরব	অনাদিঅনন্ত	দেহি পদম্।
জয় হরিদাসগতি	নীলাচলপতি	হে দেব দেব!	দেহি পদম্॥

স্তব সমাপনান্তে জনৈক বেনাপোলের অধিবাসীর প্রবেশ :—

আগন্তুক—(শ্রীহরিদাসের প্রতি)

ঠাকুর! আমি দূরে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুন্‌ছিলাম। আমার কানে যেন সুধাধারা বর্ষণ কোর্‌ছিলো! আর একটা গান গাও না ঠাকুর!

শ্রীহরিদাস—(আগন্তুকের প্রতি)

"দণ্ডবৎ মহাশয়! আপনার আগমনে আশ্রম পবিত্র হোলো! আপনি অতিথি! দেবতার ন্যায় পূজ্য! কৃপা ক'রে আসন গ্রহণ করুন!" ইহা বলিয়া শ্রীহরিদাস একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিলে শ্রীহরিদাস গান ধরিলেন :—

ব্যথা দিয়ে প্রিয় সুখে থাক' যদি
সুখী ব'লে মোরে মানি।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
তুমি বিনা নাহি জানি॥

আকাশে বাতাসে পত্র-পুষ্প-মাঝে
তোমারি মূরতি রাজে।
কবে ওগো নাথ! আসিবে আমার
দগ্ধ-পরাণ-মাঝে॥

হৃদয়-বসন-অঞ্চল পাতি'
কাঁদি সারা দিবা-যামী।
সহেনা বিরহ পরাণ-বঁধুয়া
ফিরে চাহ প্রিয় তুমি॥

উদয় হইও গৌরাঙ্গসুন্দর
আমারি জীবন-সাঁঝে।
অন্তিম-শয়ানে তোমারি মূরতি
হিয়ায় যেন গো রাজে॥

আগন্তুক—(শ্রীহরিদাসের প্রতি)

নমস্কার বৈষ্ণবঠাকুর! আমি এখন আসি! আমি রোজ এসে তোমার মুখে 'গৌর' নাম শুন্‌বো! আমায় যেন নামে পাগল ক'রেছে! আমার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না! সংসার অসার ব'লে মনে হোচ্ছে!

শ্রীহরিদাস—(আগন্তুকের প্রতি)

"আচ্ছা! অধমের প্রতি কৃপা রাখ্‌বেন! দণ্ডবৎ!" ইহা বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন! এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দর সেখানে শুভাগমন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর—(শ্রীহরিদাসের প্রতি)

হরিদাস! আমি এসেছি! চক্ষু উন্মীলন কর!

শ্রীহরিদাস—(চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক

"ঠাকুর এসেছ! আজ আমার আশ্রম পবিত্র হোলো। আমি ধন্য হোলাম!" বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর—(শ্রীহরিদাসের প্রতি)

যে আমার প্রদত্ত মহামন্ত্র নিষ্ঠার সহিত জপ করে তার কাছে যে আমি সব সময়েই থাকি হরিদাস! আজ হ'তে তুমি আর নিতাই দাদা প্রতি নগরে, প্রতিগ্রামে, প্রতিদ্বারে আমার প্রদত্ত মহামন্ত্র সকলকে-জপ কোর্‌তে অনুরোধ কোর্‌বে। এই ষোল-নাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র জপ কোর্‌লে জীব অনায়াসে ত্রিতাপ জ্বালার হাত হ'তে উদ্ধার পাবে। কলিকালে উদ্ধার পাবার আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

শ্রীহরিদাস—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া গৌরসুন্দরকে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গান ধরিলেন :—

প্রেমের বাঁশী বাজায় কে রে সুরধুনীর বিমল তীরে,
আকুল করে পরাণ আমার সেই বাঁশীর মোহন-সুরে।

প্রেমের গান যায় রে গেয়ে
প্রেমের নদী যায় রে ব'য়ে,
পাগলকরা মধুর সুরে চায় রে নিতে আপন ঘরে!
(ওরে) চায় রে নিতে আপন ঘরে!

আয় রে পতিত আয় রে চ'লে
লুটিয়ে পড়ি (তাঁর) চরণ-তলে,
প্রেমময় ক'র্‌বে ক্ষমা, নিয়ে যাবে হাতে ধ'রে!
(মোদের) নিয়ে যাবে হাতে ধ'রে!

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—জগাই-মাধাইএর গৃহপ্রাঙ্গন।

বিবেকঠাকুরের প্রবেশ ও গান।

ওরে পাগল নেয়ে ওরে পাগল নেয়ে!
ও তুই নদীতীরে রইলি ব'সে বেলা যে ঐ যায় ব'য়ে!

ও তোর দেনা পাওনা মিট্‌বে না কি দিন হবে না দেখা,
পথ দেখা যে হবে রে দায় টুট্‌লে আলোর রেখা!
ও তুই দিন থাক্‌তে ধর্‌রে পাড়ি আঁধার এল' পথ ছেয়ে,
যাঁর লাগি' তোর দৌড়াদৌড়ি ধ'র্‌তে নার্‌বি পথে পেয়ে!

(প্রস্থান)

গীত শ্রবণ করিয়া মদ্য পান করিতে করিতে দুই ভ্রাতার গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রাঙ্গণে অবতরণ।

মাধাই—(জগাইএর প্রতি)

বাইরে কে চেচাচ্ছিলো দাদা ?

জগাই—(মাধাইএর প্রতি)

কোন' বৈরেগী বোধ হয় হবে। বৈরেগীরা কেত্তোন গেয়ে গেয়ে কান ঝালা পালা ক'রে দিলে! তাদের জন্যে ঘুমোবারও একটু যো নেই!

মাধাই—(জগাইএর প্রতি)

যাক্! একটা কথা রাখ্‌বি ভাই!

জগাই—(মাধাইএর প্রতি)

নিশ্চয়ই রাখ্‌বো ভাই! দুশোবার রাখ্‌বো! পাঁচশোবার রাখ্‌বো!

মাধাই—(ঢুলিতে ঢুলিতে)

তবে দাদা শোন্! প্রাণের কথা তোকে বলি! নিতাই গৌর দু'ভাই নাকি অবতার হ'য়েছে! লজ্জায় ম'রে যাই! ব্রাহ্মণের ছেলে বেদ, উপনিষদ্ ছেড়ে দিয়ে কেবল—'হা কেষ্টো!' 'কোথা কেষ্টো!' ক'রে বেড়াচ্ছে! নিতাই ছোড়াটা সবাইকে বলে,—'বল্ গৌর!' 'গৌর' বোল্‌লে অনায়াসে ভবসাগরের পারে যেতে পার্‌বি। গৌর ছোড়াটা সবাইকে বলে,—'কেষ্টো বল!'—এমন তো কোন দিনই ছিল না ভাই! মদ খাবো, মাংস খাবো, কালী মায়ের পূজা কোর্‌বো—দুশো রকম মজা উড়াবো—তা' না কোর্‌লে আর কি কোর্‌লাম! মাছ খাবোনা, মাংস খাবোনা—রাত দিন 'কেষ্টো' 'কেষ্টো' কোর্‌বো—এ আমার ধাতে সহ্য হবেনা ভাই! ঐ দুটো ছোড়ার চেহারাও সুন্দর!—গানও বেশ গায়! গলা খুব মিষ্টি! তাই ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত সবাই ওদের দলে যোগ দিতে আরম্ভ কোরেছে। দেশটা একেবারেই উচ্ছন্নে গেল! দেশটা বৈরেগীতে ভর্ত্তি হ'তে বোস্‌লো!—না! এ আমি কখনই সহ্য কোর্‌তে পার্‌বোনা! কিছুতেই না! দিব্যি ক'রে বল্‌ছি—'না'! আমরা এবার থেকে কাউকে ছাড়বোনা। যা'কেই 'কেষ্টো' নাম কোর্‌তে দেখ্‌বো বা 'গৌর' নাম কোর্‌তে দেখ্‌বো তারই টিকি কেটে নেবো আর মুখে মদ ঢেলে দেবো, বুঝ্‌লি ভাই জগা ?

জগাই—(মাধাইএর প্রতি)

বা ! বা ! একেই বলে মা'র পেটের ভাই ! এমনটী না হ'লে কি আর ভাই বলে ! তুই বেঁচে থাক্ মাধা ! তোর পেটে এত বুদ্ধি ! তোর কথাই এবার থেকে শুন্‌বো !—(জগাই ও মাধাই এইরূপ কথোপকথন করিতেছে এমন সময় গৌরসুন্দরের পিতৃশ্রাদ্ধে ভূরি ভোজন করিয়া দুইজন শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ (বৈষ্ণবের হস্তে মাল্‌পোর হাড়ী) জগাই মাধাইএর বাড়ীর সন্নিকটস্থ রাস্তায় উপস্থিত হইলেন। জগাই, মাধাই তাঁহাদের দেখিবামাত্র ক্রোধপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া রাস্তায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের শিখা ছেদন করিল এবং বৈষ্ণবের হস্ত হইতে মাল্‌পোর হাড়ী কাড়িয়া লইয়া মাল্‌পো খাইতে খাইতে তাঁহাদের দুইজনের মুখে মদ্য ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলে শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিতাইসুন্দর মধুর 'গৌর' নামের আবেশে ঐ স্থানে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন)

ব্রাহ্মণ—(বৈষ্ণবের প্রতি)

কি হে ভায়া ! নিমাইয়ের পিতৃশ্রাদ্ধে কেমন খেলে হে ! (উদরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) আমি যে আর চোল্‌তে পার্‌ছি নে ভায়া ! এত খেয়েছি যে পাল্কী না কোর্‌লে চলাই যে দুষ্কর হ'য়ে পোড়্‌লো দেখ্‌ছি !

বৈষ্ণব—(মাল্‌পোর হাড়ী হস্তে) ব্রাহ্মণের প্রতি :—খুব খেয়েছি ভায়া খুব খেয়েছি ! অন্ততঃ দু দিস্তে মাল্‌পো উড়িয়েছি। (ঢুলিতে ঢুলিতে) আমিও চোল্‌তে পার্‌ছিনে ভায়া ! কে জানে নিমাই পণ্ডিত—বামুন, বোষ্টোমকে এত আদর কোরে খাওয়াবে ! কিরূপ তার যত্ন ! তার বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই আমাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোর্‌লে ! দেব, দ্বিজে, বোষ্টোমের প্রতি তার বড়ই ভক্তি ! আশীর্ব্বাদ করি তার কৃষ্ণে মতি হোক্ ! আমি সে দিন নিজে চোখে দেখেছি—নিমাই একটী কুকুরকে প্রণাম কোর্‌ছে ! তা'তে একজন লোক ঠাট্টা করায় নিমাই তা'কে বোল্‌লে,—"আপনি ঠাট্টা কোর্‌ছেন কেন ? কুকুরের ভিতরে কি ভগবান্ নেই !" ঐ ব্যক্তি তখন লজ্জিত হ'য়ে চ'লে গেল।

মাধাই—ধর্ ! ধর্ ! দুই ব্যাটাকে ধর্ !

জগাই—এই ধ'রেছি ভাই! এইবার তুই টিকিটা বেশ ক'রে কেটে নে ও মুখে ওদের মদ ঢেলে দে!

মাধাই—(টিকি ধারণ করিয়া)

"টিকি মশাই! এবার কেটে নি!" বলিয়া টিকি ছেদন করিল. ও মুখে মদ্য ঢালিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া হস্ত-দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন।

(শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিতাইসুন্দরের প্রবেশ)

(কীর্ত্তন)

"ভজ রাধাকৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল মুখে।
নামে বুক ভ'রে যায় অভাব মিটায়
স্বভাব জাগায় মহাসুখে॥

হরি দীনবন্ধু চিরদিন বন্ধু
জীবের চির সুখে দুঃখে।
ভজ রে অন্ধ চরণারবিন্দ
দুস্তর এ মায়া-বিপাকে॥

ভজ মূঢ়মতি তব চিরসাথী
যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
সেই লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী
রাধার পীরিতি ল'য়ে বুকে॥"

মাধাই গান শেষ হইতে না হইতেই ক্রোধে অধীর হইয়া "কী!" বলিয়া কলসীর কানা নিক্ষেপ করিয়া শ্রীনিতাইসুন্দরের মস্তকে আঘাত করিল। মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রুধিরধারায় রাস্তা প্লাবিত হইল!

শ্রীনিতাইসুন্দর—(হাসিতে হাসিতে মাধাইএর প্রতি)

মাধাইরে! তোর কোন ভয় নেই! মেরেছিস্ মেরেছিস্ কলসীর কানা তা'তে আর কি হ'য়েছে রে! একবার বল্ 'গৌরহরি!'—মাধাই ইহা শ্রবণ করিয়া "মার! মার!" বলিয়া পুনরায় শ্রীনিতাইসুন্দরকে আঘাত

করিতে উদ্যত হইলে জগাই মাধাইএর হস্তধারণ করিল এবং বলিল :—

জগাই—(মাধাইএর হস্তধারণপূর্ব্বক)

ভাই রে! আর মারিস্‌নে! আমার মন যেন কেমন কোর্‌ছে ভাই! এ ঠাকুর যে নেহাৎ গো ব্যাচারা! এই সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিতাই-সুন্দর ও শ্রীহরিদাসকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং জগাইমাধাইএর কার্য্য কলাপ দর্শন করিয়া "দাদা! দাদা! এ নিষ্ঠুর কাজ কে কোর্‌লে!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "চক্র! চক্র!" বলিয়া চক্রকে আহ্বান করিলেন। চক্র শূন্যে আবির্ভূত হইলেন। চক্র দর্শন করিয়া জগাই ও মাধাই কাঁপিতে লাগিল।

শ্রীনিতাইসুন্দর—(শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি)

গৌর! তুই যে এবার কা'কেও মার্‌বিনে ব'লেছিস্ ভাই! এরা অজ্ঞান! অবোধ! তুই ভিন্ন এদের কে আর ক্ষমা কোর্‌বে ভাই! এদের ক্ষমা কর্! ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর 'চক্র'কে—দূরে যাইতে ইঙ্গিত করায় চক্র অন্তর্হিত হইলেন।

জগাই—(শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে পতিত হইয়া)

ঠাকুর! আমাদের ক্ষমা কর!

মাধাই—(শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে পতিত হইয়া)

ঠাকুর! আমাদের ক্ষমা কর!

শ্রীগৌরসুন্দর—(জগাই ও মাধাইএর প্রতি)

"যাঁর কাছে তোরা অপরাধী—আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় সেই পরমদয়াল দাদার শ্রীচরণে তোরা আগে ক্ষমা ভিক্ষা কর্! যে "হা নিতাই!" ব'লে কাঁদে আমি তার কাছে ছুটে যাই।"

জগাই মাধাই ইহা শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীনিতাইসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইল। তখন :—

শ্রীনিতাইসুন্দর—(জগাই-মাধাইএর প্রতি) মস্তকে হস্ত অর্পণ পূর্ব্বক :—

তোদের জন্মজন্মান্তরের পাপ আমি গ্রহণ কোর্‌লাম। তোদের আর কোন ভয় নেই! তোরা একবার বল্ 'গৌরহরি!'

জগাই-মাধাই—(কাঁদিতে কাঁদিতে)
'গৌরহরি!' বলিল।

শ্রীনিতাইসুন্দর তখন গান ধরিলেন :—

মাধাই তোর ভাব্‌না কি আর আছে রে!
'গৌরহরি' ব'লে মাধাই আয় না নেচে নেচে রে!

মধুর 'গৌর' নাম জপি' মনসুখে
দুটী ভাই তোরা আয় মোর বুকে
('গৌর' নামের গুনে) মুছে যাবে পাপ ঘুচিবে ত্রিতাপ
(নাম বিনে) মহৌষধি কিবা আছে রে!

জগাই—(শ্রীনিতাইসুন্দরের প্রতি)
ঠাকুর! তোমার এত প্রেম! তোমার মত প্রেমিক আমরা কখনও দেখি নাই। আমরা না বুঝে তোমায় কত কটুক্তি কোরেছি! আমাদের মত মহাপাপী আর নেই! আমাদের ক্ষমা কর!

মাধাই—(শ্রীনিতাইসুন্দরের প্রতি)
ঠাকুর! আমরা যে কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা কোরেছি তা'র ঠিক নেই! আমাদের ক্ষমা কর! (শ্রীনিতাইসুন্দর তখন দুই ভ্রাতার মস্তকে তাঁহার শ্রীকর অর্পণ করিলেন ও "তোদের গৌরে মতি হোক্!" বলিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে জগাই ও মাধাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকরে তাহাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া "তোদের শ্রীকৃষ্ণে মতি হোক্!" বলিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ করিলেন।)

(প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—নির্জ্জন সুরধুনী-তীর।

বালকবালিকাগণের ও জগাইমাধাইএর শ্রীনিতাইসুন্দরের মহিমাসূচক কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ :—

(গীত)

অবধূত-বেশে সুমধুর হেসে
কে গো যোগীবর জগত মাতাও !
মুখেতে সদাই 'গৌরহরি' বোল
নামের আবেশে নেচে চ'লে যাও ॥

রাঙা ও চরণে নূপুর ঝঙ্কার—
বলে,—"পাপী তোর ভয় নাহি আর।
এসেছে কানাই এসেছে বলাই
নাম-ভিক্ষা দিয়ে কিনিয়া লও ॥

প্রেমেরি কাঙ্গাল দুটী ভাই তা'রা
ধ'রেছে শিরেতে প্রেমেরি পশরা।
প্রেমেরি কারণ হেথা আগমন
"হরেকৃষ্ণ হরে" রসনায় গাও ॥"

চিনেছি চিনেছি মোরা যে তোমায়
তুমি মোদের প্রভু—নিত্যানন্দ রায়।
বহুযুগ পরে অবনী-মাঝারে
তারিতে পাতকী গোরায় বিলাও ॥

অকস্মাৎ সেইস্থানে বিবেকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের গৌরমহিমাসূচক গান করিতে করিতে প্রবেশ :—

পূর্ণব্রহ্ম গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ নদীয়ায়,
(ওরে) অবতীর্ণ নদীয়ায়,
"অনাদি অনন্ত দেব" দেখ্‌বি যদি ছুটে আয় ;
(তোরা) দেখ্‌বি যদি ছুটে আয় ॥

ভক্তাবেশে 'হরি' বলে
মায়ের কোলে ছেলে দুলে,
শচীমাতা আনন্দেতে পুত্র-মুখ-পানে চায় ;
(ওরে) পুত্র-মুখ-পানে চায় ॥

উদ্ধারিতে নরনারী
এসেছে রে গৌরহরি
পড়্ না গিয়ে পাপী-তাপী জীবতরাণ রাঙাপায় ;
(ঐ) জীবতরাণ রাঙাপায় ॥

গীত সমাপ্ত হইতে না হইতেই শ্রীনিতাইসুন্দর ও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহরিদাস-সহ উক্তস্থানে শুভাগমন করিলেন। শ্রীহরিদাস গান ধরিলেন :—

অপরেরি দেশে অপরেরি লোক
কত আসে কত যায়।
পথিকে পথিকে পথে আলাপন
নিজ জন কেহ নয় ॥

আজিকে যাহারে কুসুম-কাননে
দাস-দাসী সেবা করে যতনে,
কালিকে তাহার সোনার দেহটী
দাউ দাউ জ্বলে শ্মশান-চিতায় ॥

ভাঙ্গা আর গড়া বিধাতার খেলা,
খেলিতে খেলিতে শেষ হ'লো বেলা,
পাপী আমি বলি' ঠেলো নাকো পায়ে
করুণাসাগর নিত্যানন্দ রায় ॥

শ্রীহরিদাস—(জগাই, মাধাই ও বিবেকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের প্রতি)
—শুন হে জগাই। শুন হে মাধাই! শুন হে ব্রাহ্মণ!
—সম্মুখে সবার, নিত্যানন্দ—প্রেম-পারাবার!
—সম্মুখে সবার, গৌরচন্দ্র—প্রেম-পারাবার!

পাপী, তাপী উদ্ধার ক'রবার জন্যই স্বয়ং ব্রজের বলরাম এবং কৃষ্ণ কৃপা ক'রে নদীয়ায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তোমরা সবাই তাঁদের ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর ;

সকলে মিলিত হইয়া তখন প্রেমের ঠাকুরদ্বয়ের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম-পূর্ব্বক গান ধরিলেন :—

নিতাইসুন্দর প্রেমকলেবর প্রেমময় তাঁর প্রাণ।
প্রেমে হাসে নাচে গড়াগড়ি দেয় উছলে প্রেমেরি বান॥

প্রেমেরি পয়োধি নিত্যানন্দ রায়
দুনয়নে তাই প্রেমধারা বয়,
প্রেমে মত্ত সদা,—গোরাগুণ গায়,
বলে,—"ভয় নাই পাপী, পাবি পরিত্রাণ॥"

বামকর্ণে শোভে প্রেমেরি কুণ্ডল
গোরারূপে তাহা করে ঝল মল,
কোটী চন্দ্র জিনি' বদন উজল
হেরি হেরি পাপীর নেচে উঠে প্রাণ॥

গীত সমাপ্ত হইলে

সকলে—(মিলিত কণ্ঠে)

"জয় নিতাই! জয় গৌরহরি! গৌরহরিবোল!" এই জীবউদ্ধারণ ভুবন-মঙ্গলনাম উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিবার সঙ্গে সঙ্গে

(যবনিকা পতন)

—শ্রীরাধা—

(নবদ্বীপ-মাধুরী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অভিনীত)

নাট্য-সূচী

পুরুষগণ :—

১। শ্রীকৃষ্ণ—লীলাময় ভগবান্
(শ্রীনন্দনন্দন)

২। শ্রীদাম
মধুমঙ্গল | সখাদ্বয়

স্ত্রীগণ :—

১। শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী
(প্রধানা গোপী)

২। শ্রীচন্দ্রাবলী—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী

৩। শ্রীললিতা — শ্রীরাধার অষ্টসখীর

৪। শ্রীবিশাখা — প্রধানা দুইজন

৫। শ্রীবৃন্দা—বনদেবী (দূতি)

৬। জনৈক ব্রজবালা :

৭। অন্যান্য সখীগণ

প্রথম অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—শ্রীবৃন্দাবন-পল্লীপথ।

(শ্রীদাম ও মধুমঙ্গলের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ)

(গান)

আপনাতে মন আপনি থাকো যেওনাকো কারো পানে।
দুদিনের তরে এসেছ ভবে ভেবে দেখ (তুমি) আপন মনে॥

কেউ কা'রো নয় বিশ্বমাঝে
হরি সাজান নানা সাজে,
ডুব্ দে রে মন! প্রেমসাগরে
চিন্তামণিপাবি ধ্যানে॥

এত যত্নের দেহ খানি
শৃগাল কুকুর খাবে টানি,
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'লো
থাকিস্ না আর অচেতনে॥

গান শেষ হইলে :—

মধুমঙ্গল—ভাই শ্রীদাম! জগতের জীব বৃথা কেন অনিত্য সংসারে মত্ত থাকে!—দু'দিন পরে সবই তো শেষ হবে যায়! ধন, জন, যৌবন—সবই ক্ষণস্থায়ী, তবুও জীব সদাই 'আমার!' 'আমার!' করে! যা' মিথ্যা তাকে সত্য ব'লে মনে করে, আর যা' সত্য তা'কে মিথ্যা ব'লে মনে করে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার দু'দিনের জন্ত! তা'দের নিয়ে বেশ মত্ত থাকে! ভুলেও চিরসত্য—আরাধ্য দেবতা—যাঁরা আপনার হ'তেও আপনার—সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা করে না। কেন জীব এরূপ অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করে বোল্‌তে পারিস্?

শ্রীদাম—বেশ প্রশ্ন ক'রেছিস্ ভাই, বেশ প্রশ্ন ক'রেছিস্! তোর কল্যাণ হোক্! অল্পের মধ্যে তোর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি :—

শ্রীভগবান্ তাঁর বহিরঙ্গাশক্তি মায়া দ্বারা জীবকে ভুলায়ে নানা খেলা খেল্‌ছেন। কেন যে এরূপ খেল্‌ছেন তা তিনিই জানেন! তবে আমি এই বুঝি যে জীব নিজ নিজ কর্মফলেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে। অনন্ত-কোটী জীবের মধ্যে কোন ভাগ্যবান্ জীব সদ্‌গুরু লাভ ক'রে তাঁর কৃপা-বলে ভক্তি লাভ করে এবং অচিরে তা'র মায়াজাল ছিন্ন হ'য়ে যায়। কলিকালে আমাদের শ্রীরাধাগোবিন্দই করুণায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়ে কলিহত-জীবের উদ্ধারের সহজ ও সরল পথ জানিয়ে দেবেন। ভালকথা! ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের এখানে আস্‌বার কথা ছিল, কই তা'রা তো এখনও এলনা! (সখীগণকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে সখীগণ আস্‌ছে। আর আমরা সবাই মিলে শ্রীগুরু-বন্দনা করি :—

(মিলিত কণ্ঠে)

"ভবসাগর-তারণ-কারণ হে
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে!
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে!!

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ-তরে হরি চাক্ষুষ হে!
মম মানস চঞ্চল রাত্রি দিনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে!!

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু-প্রজাপতি-শঙ্কর হে!
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে!!

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে!
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে!!

জয় সদ্‌গুরু শচীসুত-প্রাপক হে!
তব নাম সদা শুভসাধক হে!
মতি যেন রহে তব শ্রীচরণে!
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে!!"

(শ্রীগুরু-বন্দনা সমাপনান্তে)

শ্রীদাম—ভাই মধুমঙ্গল! আয় আমরা সবাই মিলে এখন শ্রীরাধাগোবিন্দের গুণ-কীর্ত্তন করি।

(গান)

"নাচে বনমালী দিয়ে করতালি ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠামে।
কিবা শোভা মরি পুলিনবিহারী শোভিছে কিশোরী বামে॥
'রাধা!' 'রাধা!' বলি' মোহন মুরলী সুমধুর বোলে বাজে।
'রাধানাম' লেখা দোলে শিখিপাখা মোহন চূড়ার বামে॥
(তার রূপ উছলিয়া পড়ে গো)
(সেই ভুবনমোহন শ্যামরূপ উছলিয়া পড়ে গো)
না জানি কি মধু আছে ভরা শুধু বঁধুর মধুর নামে॥"

মধুমঙ্গল—ভাই শ্রীদাম! একবার গান ক'রে পিপাসা মিট্‌লো না। আয় আবার গান করি।

(গান)

"জয় নবজলধর কান্তি ভ্রান্তিহর
চরণাম্বুজরজ পাবন ধরণী,
'শ্যাম-নাম' ভবসাগরতরণী।
দুর্জ্জনশাসন দুষ্কৃতিনাশন
জয় পীতাম্বর বনফুলভূষণ,
জয় জয় বিপিনবিহারী;
রঙ্গিনী সঙ্গিনী গোপকুমারী,
নমোনারায়ণ নরতনুধারী।
দুরিতদর্পহর জয় করুণাকর
জয় ব্রজবালকসঙ্গ,
রাসরসিক রসতরঙ্গরঙ্গ;
ভঙ্গ মোহঅনঙ্গ,
জয় জয় প্রপন্নজনভয়ভঙ্গ।
ত্রিভঙ্গনটবর বঙ্কিমলোচন
মনউন্মাদন মুরলীবাদন,
বসনহরণ ব্রজনারী;
জয় যমুনাতটচারী,
জয় জয় রাধাপ্রেমভিখারী।
গোধনচারণ গিরিবরধারণ
কুঞ্চিতকুন্তলকলাপশোভন,
দীনদয়াময় দুর্গতিহারী
তাপনিবারী;
জয় জগজনহিতকারী,
জয় জয় যুগধর্ম্মপ্রচারী।"

(প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—শ্রীবৃন্দাবন।

(যমুনাতীর)

(শ্রীকৃষ্ণ কেলিকদম্ব-বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরাধার মহিমাগানে রত)

(গান)

"আমার 'রাধা' নামের সাধা বাঁশী
বাজ্ রে বারেক বাজ্ রে বাজ্।
সাধাসুরে বাজিস্ ওরে
(তোর) প্রাণের রাধা আস্‌ছে আজ্॥

বাঁশী বাজ তো বাজ তো 'রাধা' রাধা'
যা'র তরে নন্দের বহিলি বাধা।
সে সাধা নাম ভুলিস্ কেন
কিসে পাস্‌রে বাধা!

হারে হারে তোর 'রাধা' বুলি কে নিল হ'রে,
কে কোর্‌লে বল্ এমন কাজ
ওরে কে কোর্‌লে বল্ এমন কাজ॥"

গান শেষ হইতে না হইতেই শ্রীরাধার প্রবেশ ও গান :—

" 'কৃষ্ণ' নাম মোর জপ-মালা নিশিদিন
'কৃষ্ণ' নাম মোর ধ্যান,
'কৃষ্ণ' বসন 'কৃষ্ণ' ভূষণ
ধরম করম মোর জ্ঞান।

শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
বিজড়িত 'কৃষ্ণ' নাম,
'কৃষ্ণ' প্রিয়তম 'কৃষ্ণ' আত্মা মম
ঐ নাম দেহ মন প্রাণ।

'কৃষ্ণ' গলার হার 'কৃষ্ণ' নয়ন-ধার
এ দেহ তাঁরই ব্রজধাম,
ঐ নাম কলঙ্ক ললাটে আঁকিয়া গো
ত্যজিয়াছি লাজ কুলমান।"

শ্রীকৃষ্ণ—(কদম্ববৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া)

রাধে! আমার বামে বস! (শ্রীরাধারাণী বামে বসিলেন) রাধে! তুমি আমায় এত ভালবাস যে লজ্জা, কুল, মান, ভয় সব ত্যাগ ক'রে আমার কাছে ছুটে এস। কা'রো বাধা মান না! ঘরে শাশুড়ী, ননদী আছে—আমাকে ভালবাস ব'লেতা 'রা কতই না তোমায় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা দেয়—কিন্তু তুমি কা'রো কথা শোন না। তোমার ভালবাসায় আমি মুগ্ধ! নদীগণ যেরূপ দ্রুতবেগে সাগরবঁধুপানে ছুটে, তুমিও সেরূপ সকল বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে আমার কাছে ছুটে এস। তোমার এ ঋণ শোধ দিবার আমার কোনই উপায় নেই। তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর। কলিকালে আমি পাপী তাপী উদ্ধার কোর্‌বার জন্য 'গৌরাঙ্গ' রূপ ধারণ ক'রে দিবানিশি 'রাধে!' রাধে!' ব'লে কেঁদে তোমার এ ঋণের কিঞ্চিৎ শোধ দিতে চেষ্টা কোর্‌বো।

শ্রীরাধা—প্রাণবল্লভ! তোমার মোহনবংশীনাদে আমায় পাগল করে, আর আমি ধৈর্য্য, লজ্জা, মান, ভয়—সবই হারিয়ে ফেলি! তোমার নবজলধর শ্যামরূপ এমনই চিত্তাকর্ষক যে শয়নে, স্বপনে, ঘুমে, জাগরণে ঐ রূপের কথাই সব সময়ে আমার মনে পড়ে। তোমার ভালবাসার তুলনা নেই। আমার বড়ই দুঃখ যে বিধি কেন আমার নিমেষ দিলেন। বিধি নমেষ না দিলে আমি সততই তোমার বিশ্বমোহনরূপ দেখ্‌তে পেতাম। তোমার বাঁকা রূপ আমার বড়ই ভাললাগে! তুমি যখন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম-ঠামে দাঁড়াও তখন আমাতে আর আমি থাকি না। আমি কি যেন কি এক অভিনব আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হই! আমার সব জ্বালা দূরে যায়!

শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক গান

"শ্যাম তুমি বাঁকা বাঁকা তোমার মন।
বাঁকায় বাঁকায় মিলে গেছে মদনমোহন॥
উরু বাঁকা ভুরু বাঁকা
বাঁকা তোমার শিখিপাখা
অঙ্গ বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা
বাঁকা দুনয়ন॥"

শ্রীকৃষ্ণ—চল রাই! এখন আমরা নিজ নিজ গৃহে যাই।

(প্রস্থান)

(তৃতীয় দৃশ্য)

(জনৈক ব্রজবালার গান করিতে করিতে নিভৃত বনপথে গমন)

(গান)

কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি এস হৃদে রাধারাণী
মঞ্জরী সখীগণ সঙ্গে।
বাজত মঞ্জীর চরণ কমল 'পর
নাচত দেবী নানা রঙ্গে॥

হাম দীনা কাঙ্গালিনী তুয়া শ্যাম সোহাগিনী
বৃষভানুনন্দিনী রাধা।
পাপ-কাম-বিষে মন জর জর অনুখন
চরণ পরশে নাশ বাধা॥

কৃষ্ণবক্ষবিলাসিনী কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী
জগমনমোহিনী শ্রীরাধে।
কর কৃপা নিজ গুণে যাই বঁধু দরশনে
সেবি শ্রীচরণ মন সাধে॥

গান শেষ হইলে:—

ব্রজবালা—রাধে! হতভাগিনীকে কি দেখা দেবে না! শুনেছি তুমি করুণাময়ী! তবে কেন দেখা দাও না! আচ্ছা—বেশ! আমি আর এ জীবন রাখ্‌বো না। যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমার সব জ্বালার শান্তি কোর্‌বো। (যমুনায় ঝম্পপ্রদানে উদ্যত)

(শ্রীরাধারাণী তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূতা হইয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন):—

শ্রীরাধা—(ব্রজবালার প্রতি) আত্মহত্যা কোর্‌তে নেই মা আত্মহত্যা কোর্‌তে নেই! আত্মহত্যা কোর্‌লে যে মহাপাপ হয়! কাতরে ডাক্‌লে আমি কি দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারি মা? আয়! আমার বুকে আয়! (শ্রীরাধারাণীর আকর্ষণে ব্রজবালা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর বুকে গিয়া পড়িলেন) আজ হ'তে তোর সব জ্বালার অবসান হোলো! তোকে আর কাঁদতে হবেনা!

ব্রজবালা—"রাধে! তুমি এমন করুণাময়ী! আমি কোন সাধন ভজন জানিনা তবুও তুমি আমায় দেখা দিলে! আমার যে আর আনন্দ ধোর্‌ছে না!" ইহা বলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

(প্রস্থান)

(চতুর্থ দৃশ্য)

স্থান—বংশীবট।

(শ্রীকৃষ্ণ বংশীবটমূলে দণ্ডায়মান হইয়া গোপীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহনমুরলিধ্বনি করিলেন। গোপীগণ সকলেই তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীশ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শ্রীরাধা ও ললিতা কুঞ্জে গান ধরিলেন)

(গান)

শ্রীললিতা—"শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়।
তোরা কে কে যাবি আয়
(ওলো !) তোরা কে কে যাবি আয় ॥
বাঁশরী বাজে বিপিনে
চিতে ধৈরয নাহি মানে,
বাঁশী 'রাধা' 'রাধা' 'রাধা' ব'লে দুকুল মজায় ॥"

(গান)

শ্রীরাধা—"তোমারি আশায় সব সুখ ছাড়িনু
আর কেন রাখ প্রভু দূরে।
তুমি ছেড়ো না মোরে মোর গিরিধারী
বাঁধ মোরে চরণ নূপুরে ॥
বিরহ বেদনা মোর জ্বলে হৃদি-কন্দরে
মুছাইয়া দাও আঁখি-লোর।
তব চিত্তে মিলায় আজি চিত্ত হে মম
অঙ্গে মিলাও বঁধু অঙ্গ পীতম ;
জনমে জনমে 'রাধা' তোমারি দাসী, শ্রীচরণে,
হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি ঝুরে ॥"

(গোপীগণ তৎপরে তাঁহাদের সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মধুমঙ্গল গৃহ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া গান ধরিলেন):—

(গান)

মধুমঙ্গল—মুরলী উঠিল বাজি' নীপতরু-মূলে,
ধাবল যত ব্রজবালা যমুনারি কূলে।
উছল যমুনা বহত উজান বাঁশরীর তানে তানে,
উথলি' উঠিল প্রেমতরঙ্গ গোপীকার প্রাণে প্রাণে।

শ্যামল কুঞ্জে গুঞ্জে ভ্রমরা কুসুম বিতরে গন্ধ
তরুশাখা পরে কোকিলা কুহরে মলয় বহিছে মন্দ,
বংশীর তানে পাষাণ গলে চলে গো ধেনু হেলে দুলে।

শ্রীকৃষ্ণ—ওহে গোপীগণ! আমি আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছি, তোমরা কেন এই জ্যোছনাপ্লাবিতনিশীথে নির্জ্জন যমুনাপুলিনে আমার নিকট এলে! তোমরা যে পরবধূ! লোকে বোল্‌বে কি! তোমাদের স্বামীগণই বা কি বোল্‌বেন! আমারও দুর্ণাম হবে, তোমাদেরও দুর্ণাম হবে! যাও! যাও! শীঘ্র ক'রে ঘরে ফিরে যাও!

শ্রীললিতা—শ্যাম! কি নিষ্ঠুর তুমি! মোহনবেণুনাদে আমাদের মন চুরি ক'রে এনে এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে বোল্‌ছো! তোমার কাছে 'মন' রেখে ঘরে ফিরে গিয়ে কি ক'রে কাজ কোর্‌বো? সব কাজ ভুল হ'য়ে যাবে যে!

শ্রীবিশাখা—ঠিক্ ব'লেছিস্ ভাই! ঠিক্ ব'লেছিস্! ওর লজ্জাও নেই! নিজে বাঁশী বাজিয়ে আমাদের ডেকে এনে এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে বোল্‌ছে! ওর লীলা বুঝা ভার!

শ্রীকৃষ্ণ—কই, তোমরা এখনও ঘরেফিরে গেলে না যে! তবে আমিই চল্‌লাম।

শ্রীরাধা—না নিষ্ঠুর! তোমায় আর যেতে হবে না। তবে আমরা আর ঘরে ফির্‌বো না। আমরা জন্মের মত ঘর ত্যাগ ক'রে এসেছি। আমাদের স্বামী আর আমাদের গ্রহণ কোর্‌বেন না। আমরা শ্যামকলঙ্কিনী—ব্রজের সবাই সে কথা জেনে ফেলেছে। আমরা সবাই যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

সখীগণ—নীল যমুনা! শ্যাম অঙ্গচ্ছটায় তুমি নীল রূপ ধারণ কোরেছ। এস! তোমাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমাদের সব জ্বালার শান্তি করি!
(সখীগণকে যমুনায় ঝম্পপ্রদানে উদ্যতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাহুপ্রসারিত করিয়া ধারণ করিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ—সখীগণ! আমি তোমাদের ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষা কোর্‌ছিলাম মাত্র। আর যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার আবশ্যক নাই। এস!

তোমাদের বাসনা পূর্ণ করি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক এক করিয়া সবাইকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

সখীগণ তখন গান ধরিলেন :—

সাজাব বাসর আজি যত সখী মিলি'।
নানাবিধ ফুলে মোরা ভরি' ফুল-ডালি॥
ফুলেরি অলঙ্কারে সাজা'ব শ্রীরাধা।
বাঁশরী বাজা'বে শ্যাম 'রাধানামে সাধা'॥
ফুলেরি মুকুট করি' শ্যাম শিরে দিব।
রাধাকৃষ্ণ ঘিরি' মোরা সবাই নাচিব॥
বনমালী গলে দিব বনফুল মালা।
পরিবে মালতী মালা বৃষভানুবালা॥
শ্যাম অঙ্গে রাধারাণী ঢলিয়া পড়িবে।
সোনার বিজলী যেন মেঘেতে খেলিবে॥
সুন্দর শ্যাম-বামে সুন্দরী রাধা।
হেরিবে যে জন তার নাহি রবে বাধা॥

১

(প্রথম দৃশ্য)

(শ্রীচন্দ্রাবলীর কুঞ্জ)

শ্রীচন্দ্রাবলী—নাগর! নিশি যে শেষ হ'য়ে এল'! শীঘ্র ক'রে রাধার কুঞ্জে যাও, নইলে মানিনী রাধা অভিমান কোর্‌বে যে; তোমায় আর তা'র কুঞ্জে প্রবেশ কোর্‌তে দেবে না।

শ্রীকৃষ্ণ—প্রিয়ে! তবে আসি! মনে কিছু কোরো না। আমায় সতর্ক করিয়ে দেওয়ার জন্য তোমার নিকট চিরঋণী র'লাম।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

(কৃষ্ণ কুঞ্জ ত্যাগ করিলে চন্দ্রাবলী ঘুমাইলেন)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(শ্রীরাধার কুঞ্জ)

শ্রীকৃষ্ণ—রাধে ! কুঞ্জের দরজা খোল ! আমি এসেছি !

শ্রীরাধা—না ! কুঞ্জে তোমায় প্রবেশ কোর্‌তে দিব না ! সারানিশি ছিলে কোথায় ? নিশ্চয়ই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছিলে ! (জানালার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া) ছি ! ছি ! এ কি দেখ্‌ছি ! সারা নিশি জেগে চোখ দুটী তো একেবারেই জবাফুলের মত লাল হ'য়ে গেছে ;—আবার চন্দ্রাবলীর নয়নের কাজল তোমার বয়ানে লেগেছে ! ব্যাপার কি বল তো ! না ! আমি তোমায় কিছুতেই কুঞ্জে প্রবেশ কোর্‌তে দিব না। (চন্দ্রাবলীকে উদ্দেশ করিয়া) চন্দ্রাবলী ! তুই আমার শ্যামকে একটুও ঘুমাতে দিস্ নি ? তোর প্রাণে মোটেই কি দয়া মায়া নেই !

শ্রীকৃষ্ণ—"প্রিয়ে ! দরজা খোল ! তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি,— আর আমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাব না !" ইহা বলিয়া গান ধরিলেন :—

"রাই ! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্বলাগি- গোকুলে আমার স্থিতি ॥

নিশি দিশি বসি- গীত আলাপনে, মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে- তোমার কারণে, ব'সে থাকি তা'র তীরে ॥

তোমার রূপের- মাধুরী দেখিতে, কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী ! চারিদিকে হেরি, যেমন চাতক পাখী ॥

তব রূপ গুণ—মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান, তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥

(গান শেষ হইলে)

শ্রীরাধা—না ! আমি কিছুতেই দরজা খুল্‌বো না !

(শ্যাম দুঃখিত চিত্তে শ্রীরাধার স্মৃতিবিজড়িত শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে গমন করিয়া একটী কেলিকদম্ব-বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন)

শ্রীরাধা—(বৃন্দার প্রতি) "বৃন্দে ! শীঘ্র ক'রে শ্যামকে ব'লে ক'য়ে ফিরিয়ে আন্ ! সে যে সত্যই আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে তা'তো জান্তাম্ না ! আমি শ্যামের বিরহ আর যে সহ্য কোর্তে পার্ছিনে ! এ আমার কি হোলো !" ইহা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (বৃন্দা শ্যামসুন্দরকে আনিবার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন)

শ্রীরাধা—(সখীগণের প্রতি) "সখীগণ শুন ! শ্যাম যদি কুঞ্জে না আসে আমি কিছুতেই এ জীবন রাখ্‌বো না !" ইহা বলিয়া গান ধরিলেন :—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হ'ও তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে কে আর আমার আছে।
'রাধা' বলি' কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটী কমল পায় ॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনা গতি যে নাহিক মোর ॥"

(মূর্চ্ছা) (যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ডতীর।

শ্রীবৃন্দা—শ্যাম চল ! রাগ কোরো না ! আমরা অবলা জাতি, বুদ্ধিহীনা ! আমাদের ক্ষমা কর ! রাই না হয় অভিমান ক'রে তোমাকে দু'একটী

কথা বোলেছে, তাই ব'লে কি অভাগিনীকে ত্যাগ ক'রে তোমার চ'লে আসা উচিত হ'য়েছে? আর একটু অপেক্ষা কোর্‌লেই সে কুঞ্জের দরজা খুলে দিত। যাক্! তারই দোষ! তুমি তা'কে ক্ষমা কর। এস আমার সঙ্গে এস! রাই তোমার বিরহে কেবল কাঁদ্‌ছে। এতক্ষণ নিশ্চই মূর্চ্ছা গেছে! তা'র দেহে জীবন আছে কিনা সন্দেহ!

শ্রীকৃষ্ণ—চল্ দূতি! চল যাই! রাইকে না দেখে আমি এক তিলও বাঁচতে পারিনে!

(প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(শ্রীরাধার কুঞ্জ)

শ্রীকৃষ্ণ—রাধে! আমি এসেছি!
(গাত্র স্পর্শ করিয়া) চক্ষু উন্মীলন কর!

শ্রীরাধা—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শয়নাবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন)

প্রাণবল্লভ! এসেছ! আর একটু বিলম্ব কোর্‌লে আমাকে আর দেখ্‌তে পেতে না; আমার দেহ হ'তে প্রাণপাখী উড়ে যেতো! (গাত্রোত্থান করিয়া) এস! আমার কাছে বস! আমার সব জ্বালা দূরে যাক্! (শ্যাম শ্রীরাধিকার দক্ষিণ প্রদেশে উপবেশন করিলেন) শ্যাম! তোমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, না? বৃন্দে! ঐ হাড়ীতে ভাল ক্ষীর আছে আর ঐ হাড়ীতে ভাল ননী আছে,—আনি শ্যামের জন্যই যত্ন ক'রে রেখেছি। দাও! দাও! শীঘ্র ক'রে শ্যামকে খেতে দাও।

বৃন্দা তৎক্ষণাৎ শ্যামকে ক্ষীর ও ননী খাইতে দিলেন। শ্যাম ক্ষীর ও ননী খাইয়া অবশিষ্ট শ্রীরাধিকার জন্য রাখিয়া স্থিরভাবে শ্রীরাধিকাপ্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলে শ্রীরাধিকা গান ধরিলেন):—

(সখি !) আজি মানি বড় ভাগ্য মোর।

আমারই অঙ্গন মাঝে মোর চিতচোর ॥

মুনি জ্ঞানী মহাজন করি তপ আচরণ

যাঁর দেখা কভু নাহি পায়।

সে হেন গুণের নিধি মোর ঘরে নিরবধি

এ আনন্দ কহনে না যায় ॥

আমি গোপনারী রাই মোর কোন গুণ নাই

দাসী জানি' এত দয়া করে।

শ্যামের প্রেমের সীমা কিবা দিব উপমা

বিকাইনু পদে চিরতরে ॥

(গান শেষ করিয়া শ্রীরাধা শ্যামের প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন। শ্যাম শ্রীরাধাকে প্রসাদ দিলেন। আহার শেষ করিয়া দুইজন স্থিরভাবে উপবেশন করিলে):—

শ্রীললিতা—(শ্রীবিশাখার প্রতি) ছাখ্! ছাখ্! সখী! রাই আর কানুকে কেমন মানিয়েছে ছাখ্! আ মরি! মরি! কি সুন্দর ভুবনমোহন রূপ! এ রূপের আর তুলনা নেই!

(সখীগণ কর্তৃক গান)

"রাধাগোবিন্দরূপের কি দিব তুলনা।

কানু মরকত মণি রাই কাঁচাসোনা ॥

হেমবরণী রাই কালিয়া নাগর।

সোনার কমলে জনু মিলল ভ্রমর ॥

নব গোরাচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর।

বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥

কাচবেড়া কাঞ্চন রে কাঞ্চন বেড়া কাচে।

রাই কানু দুহুঁ তনু একই হ'য়ে আছে ॥

রাই সে প্রেমের নদী তরঙ্গ অপার।

রসময় নাগর তাহে দিতেছে সাঁতার ॥

নিকুঞ্জের ঘর বেড়ি গুঞ্জরিছে অলি।
তার মাঝে রাই-কানু সুখে করে কেলি॥

(গান শেষ হইলে)

শ্রীকৃষ্ণ—রাধে! একটা কথা বোল্‌বো কি?

শ্রীরাধা—বল! প্রাণনাথ বল!

শ্রীকৃষ্ণ—তুমি আমার কাছে একটা বর প্রার্থনা কর!

শ্রীরাধা—(হাসিতে হাসিতে) তুমি না আমার 'ক্রীতদাস!' এইকথা তুমি বহুবার বল নাই কি? তাই যদি হয় তবে তুমি আমাকে বর প্রার্থনা কোর্‌তে বল কোন্ সাহসে? তোমার নিজের তো কিছুই নেই! তোমার সবই যে আমার!

শ্রীকৃষ্ণ—সত্য কথাই বোলেছ রাধে! তবে একটা কথা কি—তোমায় আমি বড়ই ভালবাসি! তাই তোমায় ওরূপ বোল্‌তে সাহস পেয়েছি।

শ্রীরাধা—ও! সেই কথা! ভালবাস বোলে বোল্‌ছো? তবে আমায় এই বর দাও:—
যে ব্যক্তি আমাদের মধুময় লীলাস্থল এই শ্রীবৃন্দাবনে দেহত্যাগ কোর্‌বে, দেহান্তে সে যেন গোলোকে গিয়ে আমাদের যুগলবিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাভ কোরে ধন্য হ'তে পারে!

শ্রীকৃষ্ণ—তথাস্তু! আমি ত্রিসত্য ক'রে বল্‌ছি,—যে ব্যক্তি তোমার অনুগতা হ'য়ে আমাদের যুগলবিগ্রহের ভজন কোর্‌তে কোর্‌তে এই চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনে দেহত্যাগ কোর্‌বে, সে নিশ্চয়ই দেহান্তে তোমার ও আমার অপ্রাকৃত দেবতাবাঞ্ছিত চিন্ময়বিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাভ ক'রে তা'র অনাদিদগ্ধপ্রাণে চিরশান্তি লাভ কোর্‌বে।

শ্রীরাধা—ধন্য আমি! তুমি সত্যই করুণাময়! আমিও সত্য বল্‌ছি:—
কলিকালে তোমার নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে এবং তোমার নাম ক'রে জীব অনায়াসে মায়াজাল হ'তে মুক্তি লাভ কোর্‌বে।

(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা তৎপরে দণ্ডায়মান হইয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখে পরস্পর পরস্পরের গলদেশ ভুজলতাদ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ বামে হেলিয়া এবং শ্রীরাধিকা দক্ষিণে হেলিয়া উভয়েই উভয় হস্তদ্বারা

মোহন বংশী ধারণ করিলেন। সখীগণ অনিমেষনয়নে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অতুলনীয় রূপমাধুরী পান করিতে করিতে গান ধরিলেন):—

(সখীগণ কর্ত্তৃক গান)

এস শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন !
হিয়ামাঝে এস বংশীধারী।
(মোদের) চিরব্যথিতচিত্ত কর হে প্রশমিত
বরষিয়া শান্তির বারি॥

কিবা রূপ মনোহর ! নব-কৈশোর-নটবর
অলকা-তিলক তব ভালে,
শিরে শিখিপাখা চূড়া মনোহর !
গুঞ্জিছে অলি চরণ-কমলে,
গলে দোলে বনমালা ভক্তবিনোদন
অধরে মুরলী মনমোহনকারী,
ধীর-ললিত গতি চিত্তবিমোহন,
বামেতে শোভিছে বৃষভানুকুমারী॥

পীতবসন পরিধান গোপীঋণকারণ
কটিতটে পীতধড়া ভালি ,
মৃদুমন্দহাস্য শোভিত অধরে
গুপত কতই চতুরালি,
বিরহিনী-সখীগণ পরাণরমণ
জীবনে মরণে তাপহারী,
ধরিয়ে হৃদয়ে শ্রীরাধাচরণ-
কৃপা মাগে তব ত্রিভঙ্গমুরারী॥

(যবনিকা পতন)

———————

৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবায় নমঃ।

—শ্রীরাম-সীতা—

(নবদ্বীপ-মাধুরী সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত)

নাট্য-সূচী

পুরুষগণ :—

শ্রীরাম—লীলাময় ভগবান্
(অযোধ্যার রাজা)

২। শ্রীলক্ষ্মণ
৩। শ্রীভরত
৪। শ্রীশত্রুঘ্ন
} শ্রীরামের ভ্রাতৃত্রয়

৫। শ্রীবাল্মিকী—রামায়ণরচয়িতা মুনি
(দণ্ডকারণ্যবাসী)

৬। শ্রীহনুমান—শ্রীরামের সেবক

৭। গুহক—শ্রীরামের চণ্ডাল বন্ধু

৮। লব
৯। কুশ
} শ্রীরামের পুত্রদ্বয়

১০। দুর্ম্মুখ—শ্রীরামের দূত

১১। রাজভৃত্য

১২। জনৈক অযোধ্যাবাসী

১৩। প্রজাগণ

১৪। চারণগণ—শ্রীরামের স্তুতিকারী
ভৃত্যগণ

স্ত্রীগণ :—

১। সীতা—শ্রীরামের সহধর্ম্মিনী
(স্বয়ং লক্ষ্মী)

২। জনৈক অযোধ্যাবাসীর পত্নী

৩। চারণগণ

(প্রথম অঙ্ক)

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—অযোধ্যাপুরী

(রাজসভা)

শ্রীরাম—প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ রে! প্রজাগণ সুখে আছে তো? তা'দের কোন কষ্ট নেই তো? তা'দের জন্য আমার প্রাণ সদাই কাঁদে! বল্! বল্! আমার কোন কর্ম্মচারী বা অন্য কেহ তা'দের কোন অশান্তি উৎপাদন করে নাই তো?

শ্রীলক্ষ্মণ—দাদা! অধম ভ্রাতার প্রণাম গ্রহণ করুন! যে রাজ্যের রাজা প্রজাদের সুখের জন্য নিজের সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহধর্ম্মিনীকে বনবাস দিতে পারে সে রাজ্যে কখনও অশান্তি থাক্‌তে পারে কি? প্রজাগণ সর্ব্বদাই আপনার গুণগান করে। তা'রা সকলেই সুখে আছে।

(লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক গান)

"রামচন্দ্র গুণধাম আমারি!
নবদুর্ব্বাদল কান্তি উজল হৃদিমন্দির মঙ্গলকারী বিহারী॥

সর্ব্বারাধ্য হে দেব দেব! শ্রীঅযোধ্যাপুরজন তাপনিবারী,
বিশ্ববিমোহন দশরথনন্দন নটসুন্দর সরযূতটচারী॥

কমলনেত্র বিমল মুখমণ্ডল তরুণারুণ ভাতি গণ্ডে,
বক্ষঃপীন কোটিক্ষীণ অসীমশক্তি সুবলিতভূজদণ্ডে,
রম্ভাতরু উরু চরণে উদিত চারুচন্দ্রনখর দো সারি,
শির্ষে প্রখর কোটীভানুকরোজ্জল ঝল মল মুকুট করে ধনুধারী॥

শ্রীরাম—ভাই ভরত! ভাই শত্রুঘ্ন! তোরা যে নীরব রইলি?

শ্রীভরত—দাদা! দণ্ডবৎ! প্রজাগণ সকলেই সুখে বাস কোর্‌ছে! সে জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না।

শ্রীশত্রুঘ্ন—দাদা ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম ! আপনার ন্যায় প্রজারঞ্জনকারী রাজা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না।

(অকস্মাৎ গান গাইতে গাইতে লবকুশসহ শ্রীবাল্মিকী মুনির প্রবেশ)

(শ্রীবাল্মিকী কর্ত্তৃক গান)

মধুর মূরতি শ্রীরামসুন্দর (এস) মধুর হাসি হাসিয়া।
মম আকুল পরাণে শান্তির বারি সিঞ্চন কর বঁধুয়া ॥

তোমা লাগি প্রভু ভ্রমি দেশে দেশে
সবারে ছেড়েছি তোমারি উদ্দেশে ;
কোরোনা বঞ্চনা কৌশল্যানন্দন
যেও না চরণে দলিয়া ॥

রাঙাপায়ে তব সোনার নূপুর
রুণু ঝুণু বাজে বড়ই মধুর ;
শুনিতে বাসনা জানকীবল্লভ
এস হে পরাণ রঞ্জিয়া ॥

শ্রীরাম—(সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক) দণ্ডবৎ মুনি ঠাকুর ! সিংহাসন গ্রহণ করুন ! লব ! কুশ ! তোমরাও বস ! (মুনিবর সিংহাসন গ্রহণ করিলেন এবং লব ও কুশ সিংহাসনের পাদদেশে উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিলেন) মুনিবর ! কুশলে আছেন তো ? দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ সকলেরই কুশল তো ? পশুপক্ষীগণ সকলেই সুখে বিচরণ কোর্‌ছে তো ?

শ্রীবাল্মিকী—হে রঘুপতি ! আপনার কৃপায় সকলেই সুখে কালযাপন কোর্‌ছে ; কেবল জনকনন্দিনীর কোনই সুখ নেই। আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবায় বঞ্চিত ব'লে তিনি সর্ব্বদাই অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তবে তাঁকে অযোধ্যানগরীতে নিয়ে আসি। তিনি অত্যন্ত পবিত্রভাবে দিন যাপন কোর্‌ছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজা না ক'রে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীরাম—হে মহামুনে ! অচিরে জনকনন্দিনীকে অযোধ্যায় নিয়ে আসুন। আমার কোনও আপত্তি নেই। বালকদ্বয়কে একটী গান গাইতে বলুন।

শ্রীবাল্মিকী—লব-কুশ ! তোমরা রাজাকে একটা গান শুনাও।

(লব-কুশ কর্ত্তৃক গান)

লব-কুশ—"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ সব দুঃখজ্বালা সে পাসরে॥
তোমারি ধ্যানে তোমারি জ্ঞানে তব নামে কত মাধুরী,
তুমি জানাও যারে সে জানে, ওহে তুমি জানাও যারে সে জানে॥"

শ্রীরাম—মধুর হ'তেও সুমধুর তোমাদের কণ্ঠস্বর ! ভরত ! ঋষিবরকে এবং বালকদ্বয়কে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও এবং যথাযোগ্য সেবা ও আহারাদির ব্যবস্থা কর।

শ্রীভরত—"যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাদের সকলকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

(প্রস্থান)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—রাজপ্রাসাদের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ। শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। ভক্তচূড়ামণি শ্রীহনুমান তাঁহাদের সেবায় রত। মুখে সর্ব্বদাই "জয়রাম !" "জয়রাম !" এমন সময় গুহক চণ্ডালের প্রবেশ।

গুহক—(শ্রীরামের প্রতি) হ্যারে মিতে ! কেমন আছিস্ ? আমি তোকে বহুদিন না দেখ্‌তে পেয়ে পাগল হ'য়ে গেছি যে ভাই !

শ্রীরাম—(গুহকের প্রতি) এস ! এস ! আমার প্রাণের বন্ধু ! জীবনের সাথী ! এস তোমায় আলিঙ্গন করি ! (আলিঙ্গন করিতে করিতে) শ্রীভগবানের কৃপায় আমি ভালই আছি।

শ্রীলক্ষ্মণ—(গুহকের প্রতি) ছি ! ছি ! গুহক ! অমন কোরে অযোধ্যাধিপতির সঙ্গে আলাপ কোর্‌তে হয় ! তোমার বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে !

শ্রীরাম—(শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি) ভাই লক্ষ্মণ রে ! রাগ করিস্ নে ভাই ! গুহক যে আমার বন্ধু ! ও যে আমায় বড়ই ভালবাসে তাই ঐ ভাবে কথা বোল্‌ছে।

শ্রীহনুমান—(গুহকের প্রতি) ধন্য গুহক! ধন্য তুমি! তুমি যে আমার করুণাময় ইষ্টদেবের কৃপা লাভ কোরেছ সে জন্য তোমার বংশের সকলেই উদ্ধার পাবে। তোমার কোন ভয় নেই! যে আমার ইষ্টদেবকে ভালবাসে সে মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন করে।

(প্রস্থান)

(তৃতীয় দৃশ্য)

স্থান—রাজসভা।

শ্রীরাম—এস প্রজাগণ! তোমারই আমার জীবন! তোমাদের শান্তিতেই আমার শান্তি! (প্রজাগণ রঘুপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল)

জনৈক প্রজা—মহারাজ! আমাদের হীন জাতিতে জন্ম! আপনি আমাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন সে জন্য আমরা বড়ই লজ্জা পাই! আপনি পূর্ণব্রহ্ম,—তাই বুঝি আপনি এরূপ উদার ও মহান্!

শ্রীরাম—শুন প্রজাগণ! পৃথিবীর লোক স্বার্থপর, তাই তা'রা নিজেরাই জাতির সৃষ্টি কোরেছে। শ্রীভগবান্ করুণাময়! তিনি সকলকেই সমান চ'ক্ষে দেখেন। তাঁর যখন কোনই 'জাত' নেই তখন তাঁর সন্তানের কখনও 'জাত' থাকতে পারেনা। 'নীচ জাত' ব'লে কা'কেও ঘৃণা কোর্‌বার অধিকার কা'রো নেই। তবে শ্রীভগবানের ভক্ত যাঁরা তাঁদের অবশ্য সব চেয়ে বেশী আদর কোর্‌বে। যা'রা ছোট জাত ব'লে কা'কেও ঘৃণা ক'রে তা'রা নরকে গমন করে। একই নীলাকাশের নীচে আমরা আপন ভাই-বোন সকলে বাস কোর্‌ছি। এস! তোমাদের সবাইকে আলিঙ্গন করি। (শ্রীরাম কর্ত্তৃক সবাইকে আলিঙ্গন প্রদান)

(তদন্তে চারণগণ কর্ত্তৃক গান)

রবিকুলরাজা কোটীরবিতেজা পরমসুখেতে প্রজা রঞ্জনকারী।
সুন্দরবয়াণ সুন্দরপরাণ মৃদুমন্দহাসি অযোধ্যাবিহারী॥

গতি অতি মন্থর জিনি' করিবর
চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গ মনোহর,

গলে দোলে বনমালা মোহনসুন্দর
কোটী মদন জিনি' রূপ বলিহারি॥

পিতৃসত্য পালনে ধীর রঘুবর
জানকীসহ বনে গমন তৎপর,
স্থাপিল আদর্শ ত্রিভুবনে অগোচর
জয় রামচন্দ্র ভূভারহারী॥

(দ্বিতীয় অঙ্ক)

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান—জনৈক অযোধ্যাবাসীর গৃহ।

(শয়ন ঘরে গভীর রাত্রে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর কথোপকথন—অদূরে শ্রীরঘুপতির আদেশে দুর্ম্মুখ অলক্ষ্যে দণ্ডায়মান)

গৃহস্বামী—প্রিয়ে! শুন্‌লাম রাজা নাকি সীতাকে আন্‌বার জন্য বাল্মিকী মুনিকে আদেশ দিয়েছেন। বড়ই লজ্জার বিষয়! সীতার নিশ্চয়ই কলঙ্ক আছে! রাবণ রাজা সীতাকে চুরি ক'রে নিয়ে অনেক দিন যে লঙ্কায় রেখেছিল! এতে কি ক'রে সীতা নিষ্কলঙ্কা থাক্‌তে পারে বল তো!

স্ত্রী—প্রাণনাথ! আমারও কিন্তু তাই মনে হয়! রাজার নিশ্চয়ই মাথার ঠিক নেই! যাক্! রাত্রি অনেক হয়েছে, ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে এখন শোয়া যাক্! দেখা যাক্ রাজা কি করে!

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—রাজসভা।

শ্রীরাম সিংহাসনে সমাসীন।

শ্রীরাম-মহিমা গান করিতে করিতে ভক্তচূড়ামণি শ্রীহনুমানের প্রবেশ)

(গান)

'রাম' নাম অমিয়া ধাম পশিয়া শ্রবণে মোর,
আমার হৃদয় মথিল জ্বালা দূরে গেল
সে যে মোর চিতচোর।

কত সুধা দেখ ঝরে নামে তাঁর
দীনবন্ধু তিনি দয়ার আধার,
কাতরে ডাকিলে 'কোথা রাম!' ব'লে
মুছে দেয় আঁখি-লোর।

বাসনারি ফলে জীব আসে যায়
প্রেম-ভকতি কভু নাহি পায়,
শ্রীরামচরণে লইলে আশ্রয়
ভেঙ্গে যায় ঘুম ঘোর।

'রাম' 'রাম' বলি' কাঁদ দিবানিশি
দূরে যাবে আছে যত পাপরাশি,
নামী জেনো আছে সদা নামে মিশি'
ছিন্ন হবে মায়া-ডোর।

শ্রীহনুমান—(গীত সমাপনান্তে)
'রাম' নাম কি মধুর! যতই নাম করি ততই মধুর লাগে! নাম কোর্‌বার সময় মনে হয় আমি যেন আবিলতাময় পৃথিবী হ'তে বহুদূরে এক চিরশান্তিপূর্ণ ধামে চ'লে গেছি! সেখানকার সবই যেন সুন্দর! "জয়রাম! জয়রাম!"

(এমন সময়ে দুর্ম্মুখের সভামধ্যে প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ—মহারাজ! দণ্ডবৎ! ভয়ে বোল্‌বো না নির্ভয়ে বোল্‌বো!

শ্রীরাম—সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাগণের কি মত সে সম্বন্ধে সত্য কথা বল। আমি সত্যের পূজারী। সত্য পালন কোর্‌তে বিন্দুমাত্রও পশ্চাদ্‌পদ নই!

দুর্ম্মুখ—তবে রাজা শুনুন! গতকল্য গভীর রাত্রে আপনার কোনও প্রজা ও তার পত্নী——মহারাজ! বোল্‌বো? ভয় পাচ্ছে যে!

শ্রীরাম—নির্ভয়ে বল। কোন চিন্তা নেই।

দুর্ম্মুখ—তা'রা——

শ্রীরাম—বল! বল! দুর্ম্মুখ বল! তোমার কোন ভয় নেই। আমি যে আর স্থির থাকতে পার্‌ছিনে!

দুর্ম্মুখ—তবে শুনুন মহারাজ! তা'রা "মা জানকী" পবিত্র নয় বোল্‌লে।

শ্রীরাম—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক)

এই কথা! তা'তে আর চিন্তা কি? মুনিবর সীতাকে আনয়ন কোর্‌লে অগ্নি-পরীক্ষা ক'রে তাকে গৃহে প্রবেশ কোর্‌বার অনুমতি দিব।

(লব, কুশ ও শ্রীসীতাদেবীসহ শ্রীবাল্মিকী মুনির প্রবেশ)

শ্রীরাম—আসুন! মুনিবর আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। দণ্ডবৎ! (সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক) সিংহাসনে উপবেশন করুন। লব! কুশ! তোমরা ঐস্থানে উপবেশন কর! (শ্রীসীতাদেবী দণ্ডায়মানা রহিলেন) মুনিবর! একটী কথা বোল্‌বো কি? আমার ভয় পাচ্ছে যে!

শ্রীবাল্মিকী—আপনি স্বয়ং রাজা; সকলেই আপনার অধীন। আপনার আবার ভয় কি? যাহা বোল্‌বার থাকে সরলভাবে বলুন।

শ্রীরাম—তবে শুনুন মুনিবর! প্রজাগণ এখনও সীতার চরিত্রে সন্দিগ্ধ। আমি অগ্নি-পরীক্ষা না ক'রে তা'কে গ্রহণ কোর্‌তে পারি না!

শ্রীবাল্মিকী—বেশ কথা! তা'তে আর কি হ'য়েছে। সীতা আমার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী সতী!

শ্রীরাম—(ভৃত্যের প্রতি)—ওহে! অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর!

শ্রীসীতা—(শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি)

"প্রাণনাথ! হৃদয়-দেবতা! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার জনম গেল! আর যে সহ্য কোর্‌তে পারিনে নাথ! চিরদুঃখিনী দাসীর শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন!" এই কথার পর সকলেই শুনিতে পাইলেন, শ্রীসীতাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন :—

"মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও! আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি!" ইহা বলিবা মাত্র সকলেই দেখিতে পাইলেন,—বসুন্ধরা দ্বিধা হইলেন এবং শ্রীসীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলেন। এই বেদনাপূর্ণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া শ্রীরঘুপতি শ্রীসীতাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

শ্রীরাম—যাও দেবি! বৈকুণ্ঠে যাও! আমিও শীঘ্র লীলা সম্বরণ কোর্‌বো। দ্বাপর যুগে তুমি বৃন্দাবনে বৃষভানুপুরে বৃষভানুসুতা "শ্রীরাধা" হ'য়ে জন্মগ্রহণ কোর্‌বে, আর আমি যশোদানন্দন 'কৃষ্ণ' হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমার সঙ্গে নানা লীলা কোর্‌বো, কিন্তু সেখানেও আমার বিরহে দিবানিশি তোমায় কাঁদ্‌তে হবে। কলিযুগে আমি পাপী তাপী উদ্ধার কোর্‌বার জন্য শচীনন্দন 'গৌরাঙ্গ' হ'য়ে নদীয়ায় অবতীর্ণ হবো, আর তুমি 'বিষ্ণুপ্রিয়া' হ'য়ে জন্মগ্রহণ কোর্‌বে ও আমার সহধর্ম্মিনী হবে। সেখানেও আমার জন্য দিবানিশি তোমায় কাঁদ্‌তে হবে! জগতের জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ কোর্‌বার জন্য যুগে যুগে আমার এইরূপই লীলা!

(লব-কুশ কর্ত্তৃক গান)

একি হ'লোরে পরাণ বুঝি চ'লে যায়!
শোকানলে জ্বলে মরি কে এসে নিবায়!!

চিরদুঃখিনী মা জানকী
কোথা গেল হে বাল্মিকী,
সতী তিনি জানে সবাই (লঙ্কার) অগ্নি-পরীক্ষায়॥

জানিতাম না কেবা পিতা
ছিলেন মাত্র একাই মাতা,
মাতৃহারা হ'য়ে মোরা দাঁড়াই কোথায়!

পিতা মোদের রাবণারি
প্রজারাই তো পুত্র তাঁরি,
অভাগা দু'ভাই মোরা কে আছে ধরায়॥

রঘুপতি 'দয়াময়'
তবে কেন এত নিদয়!
হানিল শেল মায়ের বুকে দিব না দোষ তাঁয়॥

ভাগ্যফলে সবাই চলে
বুঝিনু গুরু-কৃপা বলে,
(মন!) "জয়গুরু! জয়গুরু!" ব'লে পড়্‌রে গুরুর রাঙাপায়॥

শ্রীহনুমান—লব-কুশ ! বৃথা শোক করোনা ! সবই মায়ার খেলা !

(শ্রীহনুমান কর্ত্তৃক গান)

"ভবে কেউ মায়াডোরে বাঁধা থেকো না।
কেহ কা'রো নয় কো আপন ভেবে দেখ না ॥
যেমন জলের বুদ্‌বুদ্‌ জলে উঠে জলে মিশে যায়
তেমন তুমি আমি দু'দিন পরে রবো না হেথায়,
সেধে কেউ পায়ের কাদা গায়ে মেখো না ॥"

(যবনিকা পতন)

গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।

—গীতি-পুষ্পাঞ্জলি-

—:*:—

ব্যথার গান

ভাস্‌ল' মোর জীবন-তরী ব্যথা-সিন্ধু মাঝে।
বাল্যাবধি ব্যথার সুর প্রাণে সদাই বাজে॥
ভাল কা'রো ক'র্‌লে সে জন হানে ছুরি বুকে।
কেঁদে কেঁদে জনম গেল ব্যথা জানাই কা'কে॥
আপন কর্ম্মফলে আমার, ভীষণ দহনে।
হা হুতাশে দিন কেটেছে, নিশি জাগরণে॥
মায়ারাজ্যের বান্ধবেরা আঘাত দিল শত।
আপন মনে নিরজনে ঝ'র্‌ল আঁখি কত॥
দয়াল 'নিতাই' অবশেষে দুঃখ দেখি মোর।
গুরুরূপে চরণ দিয়ে মুছ্‌ল আঁখি-লোর॥

কাতর আহ্বান

চরণে পড়িয়া সবার দন্তে তৃণ ধরি'
গুরু-বাণী বিশ্বমাঝে জানাই সবায়,—
'নিতাই' মোদের ভাই পারের কাণ্ডারী!
দৃঢ় করি' ধর তাই নিতাইএর পায়।

শ্রীমুখে 'গৌরাঙ্গদেব' কহিল সবায়,—
মদিরা, যবণী যদি করে পরশন,
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—'নিত্যানন্দ রায়';
পূজিলে তাঁহারে পূজা পাই সর্ব্বক্ষণ।

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি চায়—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ;
শুদ্ধ-ভক্ত কিন্তু তা'রে গণে তৃণ প্রায় ;
সে চাহে ভজিতে সদা 'নিতাইসুন্দর'—
প্রেমভক্তি লভে নর যাঁহার কৃপায়।

এইরূপে সুদুর্লভ গৌরপ্রেম লভি'
দরশন করে ভক্ত 'গৌরাঙ্গচন্দ্রমা'—
রাই-কানু একাধারে ! কিবা রূপ তাঁর !
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।

প্রার্থনা

মুক্ত কর ! প্রাণের গোরা ! মুক্ত কর ! সবে !
দুঃখ মম সাধের সাথী আস্‌বে তুমি কবে ॥
কোথাও দেখি হারিয়ে স্বামী পাগলিনী ধায়।
কোথাও আবার পত্নীহারা স্বামীর প্রাণ যায় ॥
আবার কোথাও দেখি আমি ডুব্‌ছে তরী জলে।
আরোহীরা নিরাশ্-প্রাণে যাচ্ছে অতল-তলে ॥
কোন' স্থানে নরহত্যা চ'ল্‌ছে অকাতরে।
মর্ম্মভেদী-আর্ত্তনাদে রইতে নারি ঘরে ॥
ভূমিকম্প-অনাবৃষ্টি-ঝড়্-তুফানে মিলি'।
ক'র্‌ছে সদা শান্তি-হরণ দিয়ে করতালি ॥
ঘ'ট্‌ছে কত' ভীষণ ব্যাপার অন্তঃ নাহি তা'র ;
পর-বধূ ক'র্‌ছে পীড়ন যত দুরাচার ॥
ব্যথায় ভরা জীবন-মাঝে এস নিমাই-শশী।
আড়াল ভেঙ্গে দাঁড়াও এসে বাজিয়ে মোহন-বাঁশী ॥

পারের তরণী

'নিতাই' নামের মালা পর সবে ভাই।
এমন দয়াল প্রভু ত্রিভুবনে নাই ॥
'হা নিতাই! কৃপা কর!' বলিয়া কাঁদিলে।
অনায়াসে সাধকের 'গোরা-চাঁদ' মিলে ॥
কোটী জন্ম আর তাঁর আসিতে না হয়।
একজন্মে এক ডাকে অভীষ্ট লভয় ॥
ত্রিসত্য করিনু আমি সবাকার কাছে।
'নিতাই'এর মত বন্ধু কোথাও না আছে ॥
করিওনা অবহেলা বেলা ব'য়ে যায়।
'নিতাই!' বলিয়া কাঁদ হবে যে উপায় ॥

বিবেক-বাণী

বেলা ব'য়ে যায় মন! বেলা ব'য়ে যায়।
ডাকিছে করুণ স্বরে 'নিত্যানন্দ রায়' ॥
সাধ যদি থাকে মন! সেবিতে যুগল।
কর্ ত্যাগ কর্ ত্যাগ বিষয় গরল ॥
দৃঢ় করি' ধর্ মন! নিতাইচরণ।
যাহাতে মিলিবে 'কৃষ্ণ'—ভক্তপ্রাণধন ॥
অসার সংসারে মজি' সকলি হারালি।
কামনার তাড়নায় 'গৌর' ভুলে গেলি ॥
কর্ আত্ম-সমর্পণ 'হা গুরু!' বলিয়া।
মুছাবে আঁখির জল 'নিতাই' আসিয়া ॥
একাধারে 'রাই-কানু'—'গৌরাঙ্গসুন্দর'।
সম্মুখে দাঁড়াবে হেসে দিতে তোরে বর ॥
তখন বলিস্ তুই,—'পতিতপাবন!
যুগলরূপে সাধ মোর কর গো পূরণ ॥'

সার কথা

আত্মীয় স্বজন ভবে কেহ কা'রো নয়।
নিজ নিজ স্বার্থ লাগি' সদা সবে ধায়॥
'কৃষ্ণ' ভিন্ন যত কিছু সবই অসার।
তাই মন! 'কৃষ্ণ!' বলি' কাঁদ অনিবার॥
তিনি যে সবার 'প্রভু'—পরম ঈশ্বর।
যাঁহার শক্তিতে চলে বিশ্ব চরাচর॥
কৃপায় 'গৌরাঙ্গ' রূপে নামি' ধরাধামে।
করেন উদ্ধার যত পাষণ্ডীর গণে॥
'দ্বিতীয় মূরতি' তাঁর—'নিত্যানন্দ-শশী'।
যাঁর নামে দূরে যায় যত পাপরাশি॥
তিনিই 'শ্রীগুরু'রূপে করেন নিস্তার।
যবে 'পাপী' 'গুরু!' বলি' কাঁদে বারবার॥
'গুরু' যারে বাসে ভালো ভয় কিবা তার।
অকুলেতে কুল 'গুরু'—'ভব-কর্ণধার'॥

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

শুন মোর ভাই বোন! সর্ব্বকথা সার।
মায়াময় এ সংসার দুঃখের আগার॥
কেহ কা'রো নয় ভবে জানিবে নিশ্চয়।
মায়'সূত্রে বেঁধেছেন 'গোরা' দয়াময়॥
কর্ম্মফল ভোগহেতু অবনী উপরে।
আসিয়াছি মোরা সব জানিবে অন্তরে॥
বাসনা হইলে শেষ শ্রীশচীনন্দন।
আমা সবে কৃপা করি' দিবে দরশন॥
নাম সুধা পানে হয় বাসনার ক্ষয়।
নিরন্তর কর নাম রহিবেনা ভয়॥

'নিত্যানন্দ' নামে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
দৃঢ় করি' তাঁর পদ করহ আশ্রয়॥
মরণের কালে কিছু সঙ্গে নাহি যায়।
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি পড়িয়া যে রয়॥

দারা সুত পরিবার সব ভোজবাজী।
সময় থাকিতে এস নাম-রসে মজি॥
নামের আবেশে 'গোরা' দিবে দরশন।
জুড়াইবে দগ্ধ-হিয়া শান্ত হবে মন॥

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী মহারাজদ্বয়ের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য

বৃন্দাবন আবিষ্কারে গৌর-আজ্ঞা ধরি' শিরে
ছুটেছিল একদিন যাঁরা দুইজন।
তাঁহাদের বাসভূমি হেরি' আজ মরুভূমি
পরাণ বিদরে মোর বৈষ্ণবেরগণ॥

রূপ-সনাতন নাম প্রেমভাগ গ্রাম ধাম
বৈষ্ণব-মুকুটমণি জানে সর্ব্বজন।
সুখে তাঁরা বাস করে ভৈরব-নদের ধারে
জেলা যশোহরে শুন মোর বন্ধুগণ॥

'হা গৌর!' 'হা রাধে!' বলি' দিবানিশি বাহুতুলি'
নর্ত্তন করিত যাঁরা প্রেমানন্দে মাতি'।
তাঁহারা উদ্দেশহীন হ'ল আজ বহুদিন
এস মোরা সবে গাহি তাঁহাদের গীতি।

আগুয়ান হও আজ সাধিতে মহান্ কাজ
ভারতের যত সব নরনারীগণ।
রচিবারে স্মৃতিস্তম্ভ পরিহরি সব দম্ভ
দ্রুতগতি প্রেমভাগ করিব গমন॥

"কোথা রূপ-সনাতন ! দাও প্রভু দরশন !"
বলিয়া ডাকিব মোরা ভাসি' আঁখিনীরে।
বৃন্দাবন পরিহরি লবঙ্গ-রূপমঞ্জরী
আসিবে নিশ্চিত এই অবনী-উপরে ।।

করি' মোরা দরশন তাঁহাদের শ্রীচরণ
লভিব অপার শান্তি বিদগ্ধ-পরাণে।
'জয় মহাপ্রভু !' বলি' মোরা সবে বাহুতুলি'
লইব আশ্রয় সেই রাতুল-চরণে ।।

নবদ্বীপ-মাধুরী

'নিতাই !' বলিয়া যে জন সদাই করে অশ্রু-বিসর্জ্জন।
ত্রিসত্য করিনু আমি নরাধম—'লভে সে শ্রীশচীনন্দন' ।।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে হইয়া মিলিত ধরিল গৌরাঙ্গ-কায়।
সন্দেহ যে জন করে এই তত্ত্বে রসাতলে সে যে যায় ।।
পাষণ্ডিতারণ পতিতপাবন আমার নিতাই-চাঁদ।
আর্ত্তজনেরে করিছে ত্রাণ পাতিয়া প্রেমেরি ফাঁদ ।।
শরণাপন্ন পাতকীজনেরে কহিছে 'নিতাই' হাসি'।
'গৌরহরি !' বলি' যে জন কাঁদয়ে তারে আমি ভালবাসি' ।।
জীব উদ্ধারিতে এল' নদীয়াতে আমার গৌরাঙ্গ-শশী।
গোলোকের চাঁদ ভূলোক উপরে পড়িল যেন গো খসি' ।।
উঠিতে বসিতে তিলেকে পলকে যে জন 'গৌরাঙ্গ' স্মরে।
ত্রিসত্য করিয়া কহিলাম আমি 'শমনে নাহি সে ডরে' ।।
মহাপাপী আমি পিতামহী মোর রাখে নাম 'পঞ্চানন'।
হয় সে কৃপায় 'নিত্যানন্দ' নাম রসনায় উচ্চারণ ।।
প্রাণ ভ'রে মন বল 'গৌরহরি !' বেলা যে গো ব'য়ে যায়।
মরণ ঘিরিয়া আসিতেছে অই ভজ 'নিত্যানন্দ রায়' ।।

নিত্যধামগত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য

নামিলে স্বরগ হ'তে 'নিমাইএ' লইয়া বুকে
অমৃতবাজারে দেব! জেলা যশোহর।
ছুটিল প্রকৃতি দেবী সাজায়ে ফুলের ডালি
উপহার দিতে তোমা মোহন সুন্দর।

পল্লীবধূগণ সবে হুলুধ্বনি উচ্চরবে
করিয়া জানাল' তব শুভ আগমন।
কেহ শঙ্খধ্বনি করে ঘণ্টারোল ঘরে ঘরে
অপার আনন্দরসে মাতিল ভুবন॥

শৈশব-কৈশোর কালে 'গৌর' 'কৃষ্ণ' 'হরি' ব'লে
আনন্দে কাটা'লে কাল সখাদের সনে।
সারাটী জীবন ধরি' সাধিয়া মহান্ ব্রত
'অমিয় নিমাই চরিত' রচিলে গোপনে॥

যাঁহার অমৃত-ধারা বৈষ্ণব-হৃদয় মাঝে
ক্ষরিত হইয়া সদা সাধিছে কল্যাণ।
জানিয়া পথের কথা পরপারে যায় চলি'
অনায়াসে ভক্তগণ লভি' দিব্যজ্ঞান।

নিতান্ত অকৃতি আমি জানে 'গোরা' অন্তর্য্যামী
তবুও পূজিতে মোর সাধ জাগে মনে।
তাই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য ল'য়ে এসেছি তোমার পাশে
ক'রোনা নিরাশ দেব! দীন-হীন জনে॥

রহস্যময় জগৎ

ভবের পরে এসে আমি দেখ্‌লাম কত খেলা।
আপন জনে হ'লো পর বড়ই অজায় খেলা॥
আমার বুকের রক্ত দিয়ে 'মানুষ' হ'লো যা'রা।
বিষের ছুরি হান্‌লো বুকে বইলো আঁখি-ধারা॥
ভকতি আর জ্ঞানের মূলে কুঠার আঘাত করে।
ভাব্‌না কিছুই নাহি বৃথাই 'মনুষ্য' নাম ধরে॥
মিশ্‌বো না আর কা'রো সনে থাক্‌বো দূরে আমি।
ডাক্‌বো সদা নিতাই-চাঁদে—'দয়াল অন্তর্য্যামী'॥
সময় হ'লে যা'ব চ'লে শ্যাম-নাগরের পাশে।
শুন্‌বো না আর কারো' কথা রইবো নিজদেশে॥
কেউ কাহারো নয়কো ভবে বেশ জেনেছি আমি।
দুঃখের রাতে নাহি সাড়া এমনি মজার ভূমি॥
কপাল দোষে সবাই ভুগে 'তত্ত্ব' যদি হয়।
থাক্‌বো সদাই দূরে আমি সবাই যেন সয়॥

তত্ত্ব-গীতি

ভাব্‌তে গেলে সবই ফাঁকা 'সত্য' কিছু নহে।
মিছামিছি মায়ার খেলা মায়ার নদী বহে॥
মায়ার ডালে মায়ার পাখী করে কত গান।
মায়ার অলি মায়াফুলে ধরে মায়ার তান।
মায়ার ভবে ভাইবোনেতে খেলে মিছে খেলা।
দু'দিন পরে কে কোথা যায় সাঙ্গ হ'লে বেলা॥
মন মাঝি রে! চল্ না বেয়ে 'গৌর' নাম তরী।
প্রেমের ঠাকুর মুছে দেবে তপ্ত আঁখি-বারি॥
গুরুর নামে বিপদরাশি যাবে দূরে চ'লে।
মিছামিছি ভাবিস্ কেন কাঁদ্ না 'গুরু!' ব'লে॥

মরম কথা

'নিত্যানন্দ-দাস' আমি' নিত্যানন্দ-দাস'।
ভাব্‌ছি সদা কেমন ক'রে যাব' বঁধু-পাশ ॥
যা'দের তরে খেটে মরি সারা দিবানিশি।
তা'রাই মোরে ভাল ক'রে পরায় গলে ফাঁসী ॥
বুঝি আমি হৃদয়-মাঝে 'ব্যথা' তাঁ'রই দান।
মাথা পাতি' লইব' তাই সকল অপমান ॥
পেলে আঘাত 'ডাক্‌বো' ব'লে মোর 'গৌরহরি'।
ব্যথার স্মৃতি জাগায় হৃদে যা' করান তা' করি ॥
বিজন-বনে বঁধুর সনে কইবো কথা কবে।
জুড়াবে এ দগ্ধ-হিয়া এমন দিন কি হবে ॥
সবার কাছে মহাপাপীর এই নিবেদন।
'হা গৌরাঙ্গ!' বলি' যেন ত্যজি এ জীবন ॥

স্বরূপ-গীতি

জীবন মরণ মায়ার খেলা নিতাই-চরণ সার।
'নিতাই!' ব'লে কাঁদলে 'গোরা' রইতে নারে আর
সবাই মোরা 'নিমাই-দাসী' এসে ভবের পরে।
'মায়ার দাসী' হ'য়ে মোদের সদাই আঁখি ঝরে ॥
নিয়ে মায়ার ছেলে মেয়ে বৃথাই কাঁদি হাসি।
দু'দিন-পরে কে কোথা যায় যা'দের ভালবাসি ॥
শ্যামল বনের কোমল ছায়ে কত বিরহিণী।
'গৌর-বঁধু' লাগি' কাঁদে দিবস-যামিনী ॥
জগৎ-বঁধু চায় না যা'রা অহঙ্কারে মাতি'।
শান্তি কভু পায় না তা'রা জলে তা'দের ছাতি ॥
মন মাঝি! তুই দে রে পাড়ি সময় ব'য়ে যায়।
আঁধার হ'লে নামের তরী 'বাওয়া' হবে দায় ॥

উচ্ছ্বাস্-লহরী

কবে সাধের গৌর-বঁধু মুছ্‌বে আঁখি-জল।
ব্যথা আমার যাবে দূরে ফ'ল্‌বে প্রেম-ফল ॥
শূণ্য আমার ঝুলি এবে শূণ্য আমার প্রাণ।
গৌর-স্মৃতি হৃদ্-মাঝারে শুধুই বর্ত্তমান ॥
উদাস্-প্রাণে দিন ব'য়ে যায় কাঁদ্‌ছি দিবানিশি।
কবে প্রিয় আস্‌বে দ্বারে বাজিয়ে মোহন-বাঁশী ॥
ব্যথায় ভরা জীবন-মাঝে শান্তি সে যে মোর।
আড়াল কেন দেয় সে মোরে বিপিন-মাঝে ঘোর ॥
কবে নেচে আস্‌বে 'গৌর' আমার আঙ্গিনায়।
মরম-ব্যথা লয় যে পাবে মহাশূণ্যতায় ॥
ভেবে ভেবে হ'লাম সারা কাজ হ'লোনা কিছু।
ছুটে ম'লাম বৃথা আমি মায়ার পিছু পিছু ॥
ঐ সুদূরে পরপারে নীল আকাশের শেষে।
আছে প্রিয় দাঁড়িয়ে মোর বিশ্বমোহন-বেশে ॥
হায়! হায়! পাব' কি তাঁয়! আসবে কি সে দিন।
'গৌর' আমায় নেবে কোলে দেখে অধম দীন ॥
বসুন্ধরা ধন্যা হবে ছুট্‌বে প্রেমের বান।
'জয় গৌর!' 'জয় গৌর!' ব'লে ধ'র্‌বো আমি তান ॥

প্রেমের ঠাকুর

ত্রিতাপের জ্বালা যবে করয়ে দহন,
মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যায় ভ্রান্ত জীবগণ;
শান্তি নাহি পায় কভু চিন্তার পীড়নে,
নিদ্রাহীন রাত্রি যাপে সদা ক্ষুণ্ণ মনে,
দাউ দাউ জ্বলে হিয়া প্রাণ ফেটে যায়,
আত্মীয় স্বজন সব দূরেতে পলায়;

মলয় পবন হেরি' আকাশের গায়—
মনে হয় তীব্র ঝঞ্ঝা উঠিবে ত্বরায় ;
আকাশে তারকারাশি ফুটে উঠে যবে—
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে বহ্নি-শিখা ভেবে ;
কুসুমের হার কেহ দিলে উপহার,
'বিষধর সর্প' বলি' করে পরিহার।
নাই কি কেহ গো কোথা জুড়াতে পরাণ ?
'হা গৌর !' বলিলে তুমি পাবে পরিত্রাণ।

সতর্ক বাণী

উদয় হ'লো গোরা-শশী
ভরসা এল' পাপীর মনে,
ডাক্ না রে মন 'গৌর !' ব'লে
চল্ না রে যাই বিজন-বনে।
বন্ধু যে তোর নাই রে কেহ
ফাঁক পেলে সব মারে ছুরি,
আর কেন তুই থাকিস্ হেথা
চল্ না রে মন ! ব্রজপুরী।
সংসারেতে নিন্দুকেরা
যেথা সেথা বেড়ায় ঘুরে,
পেলে বাগে নেবে রে প্রাণ
ডাক্ না তাঁরে ব্যথার সুরে।
দয়াল ঠাকুর দুষ্ট জনে
ক'র্‌বে দমন ভাব্‌না কি তোর ?
নির্দ্দোষীরে দিলে আঘাত
কাঁদ্‌বে পাপী জনম-ভোর।

গৌরসুন্দর

রাধার পিরীতি বুকেতে ধরি'
এল' ভগবান্ ভূলোক'পরি—
মুছা'বে বলিয়া রাঙা করে তাঁর
চিরদুঃখীজন-নয়ন-লোর !
কেঁদো না পঙ্গু অন্ধ আতুর !
চেয়ে দেখ তাঁয় প্রেমেতে বিভোর ॥

কোন ভয় নাই জেন' তাঁর কাছে,
মোদের ঘিরিয়া সদা সে যে আছে ;
তিনি 'প্রাণনাথ'—'সেবিকা' আমরা,
যত অপরাধ নিবেদিব পায় ।
কপটতাহীন সরল পরাণে
ডাকিলে গ্রহণ করিবে সবায় ॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ধরিব তাঁয়,
কলিযুগে আর নাহি উপায় ;
দূরে পরিহরি অভিমানরাশি
এস' সবে কাঁদি 'হা নিমাই !' বলি' ।
পারের উপায় হবে এত দিনে,
পথ-হারা জীব ! নাচ' বাহুতুলি' ॥

শ্যামসুন্দর

দেখা দাও কাল শশী ! দেখা দাও মোরে ।
আর কত কাল র'ব মোহ-ঘুম-ঘোরে ॥
'গুরু'রূপে সাধ তুমি করিলে পূরণ ।
বাসনা হেরিতে "রূপ"—"মদনমোহন" ॥
যে রূপে মজা'লে তুমি ব্রজ-গোপীকায় ।
ধরিয়া অধরে বাঁশী ওহে শ্যামরায় ॥

'রাধা' নামে 'সাধা'-বাঁশী বড়ই মধুর।
যাহা হ'তে গোপীকার দুঃখ হ'লো দূর॥
কত লীলা কর তুমি যেথা তব ধাম।
দেখা'য়ে পূরাও নাথ! মোর মনস্কাম॥
দাসী করি' রাখ' পদে ভকত-বৎসল।
চরণ সেবিয়া হোক্ জীবন সফল॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি করিয়া সৃজন।
প্রবেশিলে নানারূপে করিতে রক্ষণ॥
তোমার মহিমা নাথ! কে বর্ণিতে পারে।
তুমিই পরমাগতি জেনেছি অন্তরে॥
ত্রিতাপের জ্বালা আর সহিতে না পারি।
কৃপা করি' ব্যথা মোর দূর কর হরি॥
অন্তিমে 'গৌরাঙ্গ' নাম স্মরণ করিয়া।
ব্রজরজে দেহ যেন পড়ে গো হেলিয়া॥

বেদনা-গীতি

তিলে তিলে মোরে না মারিয়া প্রভু
একেবারে মেরে ফেলো।
অসহ্য বেদনা সহিতে না পারি
ওগো প্রিয়তম কালো॥

সব চেয়ে আমি হীন, অপরাধী
হে মোর হৃদয় স্বামী।
তথাপি দয়িত! তোমারি তো দাসী
ক্ষমা কর অন্তর্য্যামী॥

প্রাণের দেবতা! তুমি বিনা আর
পাতকী করিতে ত্রাণ।
কেবা আছে নাথ! জগত-মাঝারে
ওহে জগতের প্রাণ॥

বহু যুগ পরে নেমেছ ধরায়
প্রেমের মুরতি ধরি'।
এস বিশ্বম্ভর! পরাণ বল্লভ!
মোর এ আঙ্গিনা'পরি॥

শীতল হউক দগধ পরাণ
ও রাঙা চরণ-ছায়।
চরণ সেবিয়া হই গো ধন্য
নতুবা পরাণ যায়!

ফুল

হাসিমাখা মুখখানি উজল বরণ
সবুজ পাতার কোলে মুখটী তুলিয়া,
নিজমনে হৃদি-মাঝে করিছ দর্শন
কা'র ছবি ওগো দেবি! বল না খুলিয়া!

প্রভাতে তরুণ সূর্য্য পূরব গগনে
রক্তিম কিরণ যবে করে বিকীরণ,
হেরিয়া সুন্দর শোভা তোমার বয়ানে
ক্ষণিকের তরে মোর শান্ত হয় মন।

উদয়ের কাল হ'তে জীবনের রবি
ভাসিতেছি আঁখি-নীরে হতভাগ্য আমি,
বেদনায় ভরা বুক, হেরি তব ছবি
মনে পড়ে একবার জগতের স্বামী।

দুলিয়া দুলিয়া তুমি সমীরণ ভরে
চারিদিক সুষমায় কর আমোদিত,
পূতিগন্ধময় মন ক্ষণেকের তরে
অসীম মহিমাভরে হয় সুরভিত।

শুন ফুলরাণী মোর ! স্বার্থপর ভবে
কেহ তো বোঝে না দেবী হৃদয়ের ব্যথা,
জ্বালার উপরে জ্বালা দেয় মোরে সবে
তাই গো তোমারে কহি মরমের কথা।

জগৎবঁধুরে তুমি কহিও সুন্দরী !
সহিতে না পারি আর এ জীবন-ভার,
আর কত কাল রব' এ জীবন ধরি'
মোর প্রতি হবে না কি কৃপা বিধাতার !

আত্ম সমর্পণ

কালো অঙ্গ ঢাকি' রাই-রূপ মাখি'
গোকুলের চাঁদ এল' নদীয়ায়।
কিবা অপরূপ যেন রস-কূপ
করিল না কৃপা শুধু অভাগায় ॥

যদি ভক্ত-জন করে কৃপা মোরে
সেই বলে আমি হব' বলীয়াণ।
'হা গৌর !' বলিয়া দিবস-যামিনী
কাঁদিয়া জানাব,'—"নাহি জানি আন্ ॥

তব সুখে সুখ তব দুঃখে দুঃখ্
চাহ মোর পানে বিপদকাণ্ডারী।
অকূল-পাথারে তুমি বিনা আর
কেবা আছে মোর গোলোকবিহারী ॥"

বিবেক-বাণী

স্বপনের দেশে ঘুরি ফিরি আমি নাহি পাই পরিচয়।
এ হেন সময়ে শ্রীগুরু আসিয়া দিল মোরে পদাশ্রয়।।

নিজের আলয় ত্যজি সুদূর প্রবাসে
সংসার সাগরে আমি চ'লেছি যে ভেসে;
কর গুরো! আশীর্ব্বাদ দাসেরে তোমার,—
আর না আসিতে হয় এ মরু-মাঝার।

পরদোষ দরশনে দুষ্ট হয় মন,
ইষ্ট কার্য্য শান্ত মনে করহ সাধন;
গ্রাম্য কথা না কহিও না শুনিও ভাই!
মানসেতে 'বৃন্দাবন' স্মরিও সদাই।

'হা নিতাই!' বলি' যেবা কাঁদে বারবার
ইহকাল-পরকালে ভয় নাহি তাঁর;
সচরণ দিয়ে 'গৌর' নিত্যানন্দ-দাসে
যতন করিয়া রাখে আপনার পাশে।

কেবা মোরা! কোথা হ'তে আসিয়াছি ভাই
কোথায় বা যেতে হবে ঠিকানা যে নাই;
যাবার সময় হ'লো কাঁদ 'গুরু!' বলি'
করিয়া আদর 'গোরা' নেবে কোলে তুলি'।

লেগেছে নামের তরী পারে যাবি আয়!
বেলা ব'য়ে যায়! ওরে বেলা ব'য়ে যায়!!

'নিত্যানন্দ-দাস' যদি হ'তে চাও মন !
'সত্য', 'প্রেম', 'পবিত্রতা' করহ ভূষণ।

ষড়রিপু দুর্নিবার দেয় বাধা অনিবার
সাধকের চিত্তভূমি করে আলোড়িত ;
'গুরু-পদ' হৃদে ধরি' যেবা বলে 'গৌরহরি !'
প্রেম-স্পর্শে রিপু তাঁর হয় প্রশমিত।

জড় সড় হ'য়ে পাপী কাঁদে অনিবার,
'ভয় নাই !' বলি' প্রভু ছাড়েন হুঙ্কার ;
এমন দয়াল প্রভু ত্রিভুবনে নাই,
এস মোরা সবে মিলি' গোরাগুণ গাই।

যিনি 'শ্যামা' তিনি 'শ্যাম'—বেদে গাহে গান।
কলিকালে 'গোরা' রূপে পূজে ভাগ্যবান্॥

মরণের পথে কিছু সঙ্গে নাহি যায়,
অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি লুটায় ধূলায় ;
সময় থাকিতে তাই বুদ্ধিমান্ জনে
বিকাইয়া দেয় সব গৌরাঙ্গ-চরণে।

বাজায়ে বাঁশরী শ্যাম নিকুঞ্জকাননে
'আয় ! আয় !' বলি' মোরে ডাকিছে সঘনে ;
কর গুরো মায়া-জাল ছেদন আমার !
যাই আমি বৃন্দাবন—প্রেম-পারাবার।

দারা, সুত, পরিবার ভেবে দেখ কেবা কা'র
মরণের পথে তুমি একা যাবে ভাই !
সময় থাকিতে তাই কাঁদ বলি' 'হা নিতাই !'
লভিবে নিশ্চয় জেন' 'চৈতন্যগোঁসাই'।

কোন জীবে করি' হেলা না পাবে পায়ের ভেলা
রহিবে না কেহ হেথা চিরদিন তরে,
তাই যে সবারে বলি, —'মাখি' গৌর-পদধূলি
ধ্যান কর ইষ্টদেব আনত অন্তরে।'

দেহমধ্যে 'কৃষ্ণ-দাসী', কে করে সন্ধান।
এই বিশ্বমাঝে প্রায় সবাই অজ্ঞান ॥
যে জন চতুর সে যে ভজে গোরারায়।
প্রেমের ঠাকুর তাঁরে রাখে রাঙা পায় ॥
নশ্বর মানবদেহ ত্যজিবার কালে।
নিতাই-গৌরাঙ্গচাঁদ লন কোলে তুলে ॥
ত্রিসত্য করিয়া বলে দাস "পঞ্চানন"।
মিথ্যা নহে মিথ্যা নহে আমার বচন ॥

শ্রীশ্রীগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ বাবা রাধাচরণ দাস ব্রহ্মচারী মহারাজের মহাপ্রয়াণে,—

গুরুদেব! কোথা তুমি!—কাঁদে মোর প্রাণ,
আর না হেরিব তব প্রশান্ত বয়ান;
আশীর্ব্বাদ কর, দেব! নিত্যধাম হ'তে,—
চরণ-মহিমা যেন প্রচারি জগতে;
অন্তিমে 'গৌরাঙ্গ' নাম স্মরণ করিয়া
ব্রজরজে দেহ যেন পড়ে গো ঢলিয়া।

আসিয়া ধরাধামে কত ব্যথা পাইনু
নিজ করম ফলে,
সব জ্বালা গেল দূরে গুরু-পদ পরশে
হিয়া গেল যে গলে।

'গুরু !' 'গুরু !' বল সবে
পাপ তাপ দূরে যাবে,
লভিবে অপার শান্তি
সুধামাখা নাম বলে ।
গুরুরূপে ভগবান্
(হ'য়ে) জীব-হৃদে অধিষ্ঠান
মন্ত্ররূপে আত্মদান
করেন কতই ছলে ।
গুরু-পদ কর সার
"গুরু"—'ভক্ত-অবতার,'
"নিত্যানন্দ" গুরুরূপে
বিচরেন (এই) মহীতলে ।

আমি যদি ভুলি ভুলো না আমায়
(নিতাই !) রেখো রেখো রাঙা চরণে !
সব জ্বালা মোর জুড়াইবে প্রভু
তোমারি করুণা-চন্দনে ॥
জগত-আধার 'নিতাই' আমার !
তুমি বিনা 'দয়াল' কেবা আছে আর !
প্রকট লীলায় আসিয়া ধরায়
করিলে উদ্ধার মহাপাপীগণে ॥
সব চেয়ে আমি অপরাধী হরি
কর গো নিস্তার বিপদকাণ্ডারী !
অধমতারণ পতিতপাবন
রাখিও শ্রীপদে জীবনে মরণে ॥
ক্ষমি' অপরাধ মহাসঙ্কর্ষণ
এস মোর হৃদে,—এই আকিঞ্চন !
দাও মোরে বর,—'মরণের কালে
'গোরা' নাম যেন রসনায় ভণে' ॥

মন ! পরদেশে এসে কেন রে মজিলি ।
আপন জনে কেমনে তুই রে ভুলিলি !

মায়াময় সংসারে আসি,' ভুলে গেলি কাল শশী,
ভাসিলি তাই আঁখিনীরে, কত যে তুই ব্যথা পেলি ॥
শ্রীনামসুধা কর্ রে পান, বইবে হৃদে প্রেমের বান,
দূরে যাবে যত জ্বালা, ষড় রিপু হবে বলি ॥
হৃদি-মাঝে দিবে দেখা মোহন ত্রিভঙ্গবাঁকা,
নামের সনে আছে হরি; দেখ্ না জ্ঞান-আঁখি মেলি ॥

এসেছে নিতাই আর ভয় নাই
'গৌরহরি' ব'লে ছুটে আয় ।
করুণায় ভরা পাগলেরই পারা
সুরধুনী-তীরে নেচে যায় ॥
ঢল ঢল আঁখি প্রেমেরই আবেশে,
'গোরা' 'গোরা' বলি' আঁখি-নীরে ভাসে,
জীবের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নদীয়ার পথে চ'লে যায় ॥
কষিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ,
অবধূত বেশ মানস-রঞ্জন,
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর,
ভকত-ভৃঙ্গ তাহে লুটায় ॥
দীন 'পঞ্চানন' কহিছে কাতরে,—
"দয়া কর হরি অধম আমারে,
পাতকী তরাতে এলে অবনীতে,
মম সম পাপী কে আছে, হায় ॥"

নিতাইসুন্দর রূপ মনোহর
দীনবন্ধু তুমি পতিতপাবন
তোমারি চরণ লইনু শরণ,
কৃপাকণা-দান কর সঙ্কর্ষণ ॥

যুগে যুগে তুমি নানারূপ ধরি'
জীবে প্রেম-দান কর হে শ্রীহরি,
কলির সন্ধ্যায় নামিয়া ধরায়,
'গৌরহরি' বলি' মাতাও ভূবন ॥

মহাপাপী আমি ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে
তাই ভাসি সদা দুঃখের পাথারে,
কাতরে যাচিছে দাস "পঞ্চানন",—
'দাও হে চরণ জগত-কারণ' ॥

ডুব্‌লে পরে জীবন-রবি
আঁধার যবে আসবে ছেয়ে,
উজল্ করা মোহনরূপে
এস' আমার নবীন নেয়ে।

আমার ব্যথা কেউ বোঝে না,
সবাই মোরে দেয় গঞ্জনা,
তোমার পথ চেয়ে চেয়ে
দিন গেল মোর 'গান' গেয়ে।

'প্রেমের গোরা' সবাই বলে,
তবুও ভাসি নয়ন-জলে,
চাও ফিরে গো প্রাণের বঁধু!
শান্তি লভি তোমায় পেয়ে।

পতিতপাবন পাষণ্ডীতারণ নিতাই আসিছে অই।
পাপী তাপিত পতিত জনেরে সঘনে দানি' মাভৈঃ ॥
আর কিবা ভয় নর-নারীগণ চল সুরধুনী-তীরে।
ভক্তগণ যেথা করিছে নর্ত্তন নিতাইচাঁদেরে ঘিরে ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া সদাই দু'বাহু তুলিয়া নাচে।
'পাপ লইব কৃষ্ণপ্রেম দিব' আচণ্ডালে প্রভু যাচে ॥
শরণাগত পাপীগণে প্রভু ঠেলে নাকো কভু পায়।
নিতাই আমার 'প্রেমের ঠাকুর' মুখে গোরা-গুণ গায় ॥
নিতাইচাঁদের করুণার কথা সদাই পরাণে জাগে।
তাই করজোড়ে দীন "পঞ্চানন" চরণে শরণ মাগে ॥

মধুর মূরতি গৌরাঙ্গসুন্দর
(এস) মধুর 'হাসি' হাসিয়া
(মম) দগধ পরাণে শান্তির বারি
সিঞ্চন কর বঁধুয়া ॥
তোমা লাগি' নাথ ভ্রমি দেশে দেশে,
সবারে ছেড়েছি তোমারি উদ্দেশে,
ক'র না বঞ্চনা হে শচীনন্দন!
যেও না চরণে দলিয়া ॥
রাঙা পায়ে তব সোনার নূপুর
রুণু ঝুণু বাজে বড়ই মধুর,
শুনিতে বাসনা রাধিকারমণ!
এস হে পরাণ রঙিয়া ॥
দাসী আমি যদি তবে কেন হায়,
সুদূর প্রবাসে ভুলেছি তোমায়!
ক্ষম অপরাধ দয়িত আমার!
থেকো না দীনারে ভুলিয়া ॥

নিতাইসুন্দর প্রেম কলেবর
প্রেমময় তাঁর প্রাণ।
প্রেমে হাসে নাচে গড়াগড়ি দেয়
উছলে প্রেমেরই বান ॥
প্রেমেরই পয়োধি নিত্যানন্দ রায়
প্রেমবারি তাই দু'নয়নে বয়,
প্রেমে মত্ত সদা গোরাগুণ গায়
(বলে) 'ভয় নাই পাপী পাবি পরিত্রাণ' ॥
বামকর্ণে দোলে প্রেমেরই কুণ্ডল
গোরারূপে তাঁহা করে ঝল মল,
কোটী চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জল
হেরি' হেরি' পাপীর নেচে উঠে প্রাণ ॥
চরণে শরণ নিয়ে "পঞ্চানন"
কাঁদে বলি,'—'কোথা পতিতপাবন !
কর 'মায়া' নাশ মহাসঙ্কর্ষণ ;
(আমি) নয়ন ভরি' করি 'গোরারূপ' পান' ॥

—সমাপ্ত—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥